



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪

প্রথম জোনাল অপারেশন নির্দেশিকা
(জোনাল অফিসারের জন্য)



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার নিমিত্ত বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক সম্পাদিত শুমারিসমূহের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি অন্যতম। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হতে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা নির্ভর হয়ে উঠছে। ফলে এসব খাতগুলো জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে অধিকতর অবদান রাখছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এ খাতসমূহের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনীতির এ উত্তরণলগ্নে অর্থনৈতিক শুমারির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক শুমারি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিবিএস ২০২৪ সালে দেশের চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। শুমারি কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্ভুল শুমারি নির্ভর করে শুমারির প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের উপর। তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকায়নের বর্তমান যুগে সঠিকভাবে শুমারির মান নিয়ন্ত্রণ এবং সুশৃঙ্খল, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে শুমারি অনুষ্ঠানের জন্য জিও কোড তালিকা হালনাগাদকরণ, গণনা এলাকার ম্যাপ প্রণয়ন এবং জোন গঠন করা একান্ত অপরিহার্য। উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে জোনাল অপারেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিবিএস এর সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন।

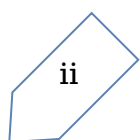
প্রথম জোনাল অপারেশনে জোনাল অফিসারগণ তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকার জিও কোড তালিকা সংশোধনপূর্বক নবায়ন, মৌজা বা গ্রাম/মহল্লার গণনা এলাকা ম্যাপ বাস্তব আলামতসহ সংশোধন, গণনা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ, লিস্টিং এলাকা প্রস্তুত এবং গণনাকারী/লিস্টার নিয়োগ/বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এ বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অত্র নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। শুমারির মাস্টার ট্রেনার এবং জেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণ অত্র নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং মাঠপর্যায়ে উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারী, জোনাল অফিসার এবং শুমারি কর্মীগণকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ এবং সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করবেন।

শুমারি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রথম জোনাল অপারেশন সফলভাবে সমাপ্ত হবে এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো



সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	অর্থনৈতিক শুমারির পটভূমি ও ক্রমবিকাশ	০১
	অর্থনৈতিক শুমারির সংজ্ঞা	০১
	অর্থনৈতিক শুমারির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
	অর্থনৈতিক শুমারির আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি	০২
	অর্থনৈতিক শুমারি কার্যক্রমের পর্যায়সমূহ	০২
অধ্যায় ২	জোনাল অপারেশন বলতে কী বোঝায়	০৩
	প্রথম জোনাল অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	০৩
	জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর (ডিসিসি) দায়িত্ব	০৪
	উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারীর (ইউসিসি) দায়িত্ব	০৪
	জোনাল অফিসারের দায়িত্ব	০৫
	তালিকাকারীর দায়িত্ব	০৫
অধ্যায় ৩	অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত প্রক্রিয়া	০৭-১১
	অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত সংক্রান্ত কেস স্ট্যাডি পর্যালোচনা	১১-১৪
	অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠনের মৌলিক বিষয়াবলী	১৪
অধ্যায় ৪	অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সংজ্ঞাবলী	১৫-২২
	শুমারির আওতা বহির্ভূত বিষয়সমূহ	২২
অধ্যায় ৫	জিওকোড সাম্প্রতিকীকরণ ও ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ICMS) হালনাগাদকরণ	২৩-২৪
	জিওকোড সাম্প্রতিকীকরণ	২৩
	জিওকোড তালিকা	২৪
অধ্যায় ৬	লিস্টিং প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি	২৫-৩১
অধ্যায় ৭	অর্থনৈতিক শুমারি সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম	৩২-৩৭

প্রথম অধ্যায়

১.১ অর্থনৈতিক শুমারির পটভূমি ও ক্রমবিকাশ:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার নিমিত্ত বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত শুমারিসমূহের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি উল্লেখযোগ্য। বিবিএস কর্তৃক ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪র্থ অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অকৃষি খাত বিশেষ করে শিল্প ও সেবা খাতকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশে ১ম অর্থনৈতিক শুমারি ১৯৮৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ শুমারিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৃষি অন্তর্ভুক্ত ছিল; খানা ভিত্তিক কৃষি ঐ শুমারির আওতার বাইরে ছিল। এ শুমারির নাম ছিল “কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও অক্ষম ব্যক্তিদের শুমারি-১৯৮৬”। ২য় অর্থনৈতিক শুমারিতে ২০০১ এবং ২০০৩ সালে দুটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শহর এলাকায় ২০০১ সালের ২৭-৩১ মে এবং পল্লী এলাকায় ২০০৩ সালের ২০-২৬ এপ্রিলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩য় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ শুমারির তথ্যও দুটি পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ২০১৩ সালের ১৫-২৪ এপ্রিল ৩৭ জেলায় এবং ২য় পর্যায়ে ৩০ এপ্রিল থেকে ১০মে অবশিষ্ট ২৭টি জেলার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০১৩ সালের শুমারিতে প্রথমে সকল প্রতিষ্ঠান এবং খানা লিস্টিং করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল ইউনিট হতে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারি পরিচালনার পূর্বে সারাদেশের অর্থনৈতিক ইউনিটের তালিকা প্রণয়ন করা হবে। পরবর্তীতে মূল শুমারিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে।

১.২ অর্থনৈতিক শুমারির সংজ্ঞা

অর্থনৈতিক শুমারি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্ধারিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সমগ্রকের (Population) সকল অর্থনৈতিক ইউনিটের পূর্ণাঙ্গ গণনা পদ্ধতি। একটি দেশের সকল অর্থনৈতিক ইউনিট সংক্রান্ত অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, সংকলন, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং প্রকাশনাকে অর্থনৈতিক শুমারি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১.৩ অর্থনৈতিক শুমারির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

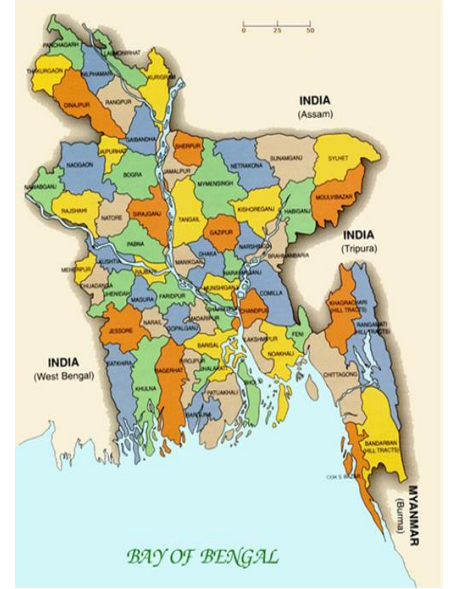
- অর্থনৈতিক শুমারির মূল লক্ষ্য হলো সময়ের বিবর্তনে একটি দেশের অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
- শুমারির অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো:
 - অকৃষিমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ;
 - System of National Accounts (SNA), 2008 এবং Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC), 2022 ও জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুসরণে পল্লী ও শহর এলাকার শিল্প এবং সেবা খাতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করা;
 - শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য সরবরাহ করা;
 - অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনবলের হিসাব নিরূপণের পাশাপাশি তাদের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
 - শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
 - বিনিয়োগকৃত মূলধন ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং তাদের সংখ্যা নির্ধারণ এবং
 - শিল্পোন্নয়নের জন্য দেশের নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষকসহ বিভিন্ন অংশীজনদের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা।

১.৪ অর্থনৈতিক শুমারির আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি:

- Allocation of Business অনুযায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করে থাকে;
- পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে;
- পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত শুমারি কর্মীগণকে তথ্য সরবরাহ করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অপর দিকে সরকার ব্যক্তিগত পর্যায়ে সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে সকলকে নিশ্চয়তা প্রদান করছে;
- জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্রে (এনএসডিএস) অর্থনৈতিক শুমারি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার প্রণয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের মান উন্নয়ন করা। অর্থনৈতিক শুমারি;
- অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে এবং
- অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা, পরবর্তী ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর আলোকে পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ, জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সম্পদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যাবে;

১.৫ অর্থনৈতিক শুমারি কার্যক্রমের পর্যায়সমূহ:

- শুমারির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম
 - ১ম জোনাল অপারেশন- অর্থনৈতিক ইউনিটের তালিকা প্রণয়ন (লিস্টিং কার্যক্রম) এবং (ম্যাপিং অপারেশন)
 - ২য় জোনাল অপারেশন
 - প্রিটেন্টিং ও পাইলট শুমারি
- মূল শুমারি কার্যক্রম: Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা
- শুমারি পরবর্তী কার্যক্রম
 - প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত ও প্রকাশ
 - ডাটা এডিটিং ও কোডিং কার্যক্রম
 - গণনা পরবর্তী যাচাই (PEC) জরিপ
 - তথ্য ধারণ ও প্রক্রিয়াকরণ
 - চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ
 - বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার (BSBR) প্রণয়ন
 - শুমারির অন্যান্য রিপোর্ট প্রকাশ



দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সব ধরনের অর্থনৈতিক ইউনিট অর্থনৈতিক শুমারির আওতায় আসবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ জোনাল অপারেশন বলতে কী বোঝায়:

জোনাল অপারেশন বলতে সঠিকভাবে শুমারি অনুষ্ঠানের পূর্বে জোনাল অফিসারগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরাসরি শুমারির মৌলিক প্রস্তুতিমূলক কাজসমূহ সম্পাদন করাকে বুঝায়। একই সাথে বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী, জেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারীগণের নিবিড় তদারকির মাধ্যমে শুমারি প্রস্তুতির মাননিয়ন্ত্রণ করা হয়। শুমারি প্রস্তুতির জন্য জোনাল অপারেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ সুষ্ঠু ও সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দুটি জোনাল অপারেশন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১ম জোনাল অপারেশন দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১ম পর্বে জিওকোড তালিকা মাঠ পর্যায়ে যাচাই করে হালনাগাদকরণ; জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা হতে লিস্টিং এলাকা প্রস্তুত, তালিকাকারী চূড়ান্তকরণ, লিস্টিং কাজের জন্য Integrated Census Management System (ICMS) প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ২য় পর্বে সারাদেশে লিস্টিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং লিস্টিং তথ্যের উপর ভিত্তি করে মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহকারীর এলাকা, সুপারভাইজার এলাকা গঠন করা হবে এবং তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার, উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী, জেলা শুমারি সমন্বয়কারী এবং বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী- প্রতিটি ক্ষেত্রের কন্ট্রোল ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে।

২.২ প্রথম জোনাল অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ:

১ম পর্ব:

- মাঠ পর্যায়ে জিও কোড তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা এবং তা ICMS-এ হালনাগাদ করা;
- জোনের এলাকা চিহ্নিত করা এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর সরবরাহকৃত গণনা এলাকার সীমানা বাস্তব আলামতসহ চিহ্নিত করা;
- জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা হতে গড়ে ৬৫০ হতে ৭০০ ইউনিট সম্বলিত লিস্টিং এলাকা প্রস্তুত;
- লিস্টিং কার্যক্রমের জন্য তালিকাকারী চূড়ান্ত করা এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা;
- শুমারি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তালিকা প্রণয়ন করা এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা ;
- তালিকাকারীগণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা;
- মাঠ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার তালিকা প্রণয়ন এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা;
- মাঠ পর্যায়ের গ্রোথ সেন্টারের তালিকা প্রণয়ন করা এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা এবং
- যে সকল মৌজা এবং গ্রাম/মহল্লা সম্পূর্ণ নদী ভাঙনে বিলীন হয়েছে (নদী সিকস্তি) কিংবা জনবসতিহীন (Depopulated) হয়েছে, সেগুলোর তথ্য জিওকোড তালিকায় হালনাগাদ এবং ICMS এ এন্ট্রি করা এবং
- মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষিত ট্যাবলেট ব্যবস্থাপনা এবং তা Mobile Device Management (MDM) ও ইন্টারনেটের আওতায় আনা।

২য় পর্ব:

- অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং এলাকা ভিত্তিক সকল থানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা;
- প্রণয়নকৃত তালিকা অনুযায়ী গড়ে ১৫০ অর্থনৈতিক ইউনিট সম্বলিত গণনা এলাকা, গড়ে ৫-৬ টি গণনা এলাকা নিয়ে সুপারভাইজার এলাকা প্রস্তুত এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করা এবং
- লিস্টিং তথ্যের উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার, উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী, জেলা শুমারি সমন্বয়কারী এবং বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী- প্রতিটি ক্ষেত্রের কন্ট্রোল ম্যাপ প্রস্তুত করা।

২.৩ জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর (ডিসিসি) দায়িত্ব:

- শুমারি জেলায় সুষ্ঠুভাবে লিস্টিং কার্যক্রমসহ শুমারির সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা;
- জেলা শুমারি স্থায়ী কমিটিকে শুমারি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ, সমন্বয়সাধন ও জেলা শুমারি স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানে বিবিএস এর মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;
- জেলার সকল জোনের অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর সার্বিক প্রচার কার্যক্রম (পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট ও ব্রসিউর বিতরণ, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও শুমারিকর্মীগণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুমারি কার্যক্রম প্রচার ইত্যাদি) তদারক করা;
- জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও জোনাল অফিসারগণদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও জোন পর্যায়ে সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণে সার্বিক তদারকি করা;
- শুমারি জেলার অধীনস্থ সকল জোনের জন্য প্রেরিত শুমারি ম্যানুয়াল, তথ্য সংগ্রহের ট্যাবসহ অন্যান্য শুমারি মালামাল যথাযথভাবে বিতরণ এবং এসব মালামাল সংশ্লিষ্ট জোনাল অফিসারের নিকট পৌঁছেছে কিনা তা তদারক করা;
- জেলা শুমারি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কাজ তদারক করা এবং বিভাগীয় ও বিবিএস এর সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
- ICMS এ তালিকাকারী/গণনাকারী, সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার এবং উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর তথ্য হালনাগাদ করা ও ICMS সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারক করা;
- শুমারি জেলার সকল অর্থনৈতিক ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের তালিকাকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারক করা;
- শুমারি জেলায় নিয়োজিত সকল উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও জোনাল অফিসারকে সার্বক্ষণিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- ডিসিসি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শুমারির কাজের মান নিয়ন্ত্রণ;
- খরচের বিবরণ ও বিল ভাউচার (প্রাপ্তি রশিদসহ) যথাসময়ে প্রকল্প কার্যালয়ে জমাদান এবং
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শুমারি চলাকালীন যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

২.৪ উপজেলা/থানা শুমারি সমন্বয়কারীর (ইউসিসি) দায়িত্ব:

- নির্ধারিত উপজেলা/ থানায় সুষ্ঠুভাবে লিস্টিং কার্যক্রমসহ শুমারির সার্বিক দায়িত্ব পালন করা;
- উপজেলা শুমারি স্থায়ী কমিটিকে শুমারি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ, সমন্বয়সাধন ও উপজেলা শুমারি স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা;
- সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সকল জোনে অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর সার্বিক প্রচার কার্যক্রম (পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট ও ব্রসিউর বিতরণ, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও শুমারিকর্মীগণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুমারি কার্যক্রম প্রচার ইত্যাদি) তদারক করা;
- উপজেলা/থানার অধীনস্থ সকল জোনের জন্য প্রেরিত শুমারি ম্যানুয়াল, তথ্য সংগ্রহের ট্যাবসহ অন্যান্য শুমারি মালামাল যথাযথভাবে বিতরণ এবং এসব মালামাল সংশ্লিষ্ট জোনাল অফিসারের নিকট পৌঁছেছে কিনা তা তদারক করা;
- উপজেলা/থানা শুমারি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কাজ তদারক করা এবং বিভাগীয়, জেলা ও সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
- ICMS এ তালিকাকারী/গণনাকারী, সুপারভাইজার, জোনাল অফিসার এবং উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর তথ্য হালনাগাদ করা ও ICMS সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারক করা;
- উপজেলা/থানা স্থ সকল অর্থনৈতিক ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের তালিকাকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারক করা;

- তাঁর অধীন প্রতিটি জোনের তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে যাচাই করা;
- উপজেলা/থানায় নিয়োজিত সকল জোনাল অফিসারদেরকে সার্বক্ষণিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- উপজেলা/থানা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শুমারির কাজের মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শুমারিকালীন যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

২.৫ জোনাল অফিসারের দায়িত্ব:

- নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া এবং প্রশিক্ষণ সূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা;
- প্রশিক্ষণ চলাকালে অত্যন্ত মনযোগী হওয়া এবং জোনাল অপারেশন, অ্যাপস, ট্যাবলেট ও নেটওয়ার্ক টেস্ট ইত্যাদি সকল বিষয় বুঝে নেয়া ও নির্দেশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা;
- ICMS এ তালিকাকারী/তথ্যসংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজারের তথ্য হালনাগাদ করা;
- প্রয়োজনানুসারে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপের লিজেন্ড ও ল্যান্ডমার্কসমূহ হালনাগাদ করা;
- উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর নিকট থেকে ট্যাবলেট, জনশুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ, ম্যানুয়াল, স্কেচ ম্যাপসহ জোনাল অপারেশনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল বুঝে নেয়া;
- ট্যাব ও ম্যাপ এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কোনো অবস্থাতেই যেন পানিতে না ভিজে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা;
- লিস্টিং পরবর্তী নিজ নিজ জোনের সকল গণনা এলাকা এবং সুপারভাইজার এলাকার সীমানা প্রয়োজনীয় ল্যান্ডমার্কসহ চিহ্নিত করা;
- ম্যাপে গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কর্ণার থেকে হালনাগাদ শুরু করা;
- লিস্টিং এলাকার প্রতিটির খানা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা;
- গণনা এলাকার কোনো খানা ও প্রতিষ্ঠান যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়ে অথবা একই খানা বা প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার যেন গণনা করা না হয়- তা নিশ্চিত করা;
- যদি কোনো ম্যাপ Missing থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রকল্প দপ্তরকে ডিসিসিগনের মাধ্যমে অবহিত করা;
- লিস্টিং কার্যক্রম শেষে তালিকাকরণ/তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত মালামাল বিশেষ করে ট্যাব এবং তালিকাকারী/তথ্যসংগ্রহকারী এলাকা ম্যাপ যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ে উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর নিকট জমা দেয়া এবং
- সকল ধরনের বিল-ভাউচার প্রকল্প দপ্তর হতে প্রেরিত নির্দেশনা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপারভাইজিং কর্মকর্তার নিকট জমা দেয়া।

২.৬ তালিকাকারীর দায়িত্ব

একজন তালিকাকারীর মূল দায়িত্ব হলো তার নির্ধারিত লিস্টিং এলাকায় (Eco-LA) তে সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও খানাকে তালিকাভুক্ত করা। এই লিস্টিং কাজের সফলতা নির্ভর করবে তাদের দায়িত্বশীলতা এবং কর্মদক্ষতার উপর। তালিকা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তালিকাকারীকে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে:

- নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী জোনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা;
- প্রশিক্ষণ চলাকালে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লিস্টিং সংক্রান্ত সকল বিষয় বুঝে নেয়া ও নির্দেশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা;
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমের জন্য নিজ নিজ এলাকার ম্যাপসমূহ ও অন্যান্য মালামাল জোনাল অফিসারের নিকট হতে বুঝে নেয়া;

- লিস্টিং কার্যক্রম শুরুর আগের দিন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি (ট্যাবলেট সচল আছে কিনা তা যাচাই করা এবং প্রয়োজনীয় চার্জ দেয়া, ইন্টারনেট সংযোগ পরীক্ষা করা প্রভৃতি) সম্পন্ন করা;
- লিস্টিং শুরুর দিন একজন তালিকাকারী প্রথমেই নির্ধারিত এলাকায় গিয়ে জোনাল অফিসারের সহায়তায় তার লিস্টিং এলাকা সঠিকভাবে নির্ধারণ করবেন। এলাকা নির্ধারণে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর ম্যাপ, অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর লিস্টিং এলাকার স্কেচ ম্যাপ এবং এলাকায় অবস্থানরত অভিজ্ঞ বাসিন্দাদের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। তাকে তার পার্শ্ববর্তী তালিকাকারীর অবস্থান এবং এলাকার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে কোনভাবেই তিনি অন্য একজন তালিকাকারীর নির্ধারিত লিস্টিং এলাকায় কাজ না করেন বা অন্য তালিকাকারী তার এলাকায় কাজ না করে;
- গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাজ শুরু করা ও সর্পিল পদ্ধতি অনুসরণ করে ডান দিকের খানা/প্রতিষ্ঠান হতে লিস্টিং কার্যক্রম আরম্ভ করা;
- এলাকার প্রতিটি খানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম লিপিবদ্ধ করা। এলাকার কোন খানা ও প্রতিষ্ঠান যেন বাদ না পড়ে অথবা একই খানা ও প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার গণনা করা না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা;
- লিস্টিং ম্যানুয়াল এ দেয়া নির্দেশাবলীর সাহায্যে নিজ নিজ জোনাল অফিসারের সাথে পর্যালোচনার মাধ্যমে লিস্টিং সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণা কাজে লাগিয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- খানা/প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা তার অনুপস্থিতিতে তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্য কোনো সদস্যের নিকট হতে তথ্য জেনে লিপিবদ্ধ করা
- লিস্টিং এর সময় ট্যাবে স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত ক্রমিক নম্বর লিস্টিংকৃত খানা/প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে ECL-001, ECL-002 অনুযায়ী স্থায়ী মার্কার দিয়ে লিখে দেয়া;
- কোন খানা/প্রতিষ্ঠান প্রধান তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তাকে শুমারির গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে বুঝিয়ে ঐ খানা/প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা, তাতেও কাজ না হলে জোনাল অফিসার অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহায়তায় ঐ খানা/ প্রতিষ্ঠানে লিস্টিং কাজ সম্পন্ন করা;
- নির্দিষ্ট সিকুয়েন্স অনুযায়ী কাজ করা অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান বা খানার তথ্যদাতাকে অনুপস্থিত পেলে সেটি আংশিক লিস্টিং করা এবং পরবর্তীতে পুনরায় গমনের মাধ্যমে সেই প্রতিষ্ঠান/খানাকে লিপিবদ্ধ করা;
- ট্যাব যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা;
- ট্যাবে সংগৃহীত তথ্য বিবিএস এর ডাটা সেন্টারে পাঠানো নিশ্চিত করা এবং কোন কারণে তথ্য সার্ভারে প্রেরণ সম্ভব না হলে সুপারভাইজিং কর্মকর্তাদের অবহিত করে বিষয়টি সমাধান করা;
- প্রথম দিন পৌঁচটি লিস্টিং সম্পন্ন করে ট্যাবে সংগৃহীত তথ্য অবশ্যই জোনাল অফিসার দ্বারা পরীক্ষা করানো এবং কোন ভুল থাকলে তা ঠিক করে নিয়ে পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা এবং
- লিস্টিং কার্যক্রম শেষে ট্যাব, ম্যাপ এবং অন্যান্য মালামাল জোনাল অফিসারের নিকট হস্তান্তর করা।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা ম্যাপ হতে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত প্রক্রিয়া:

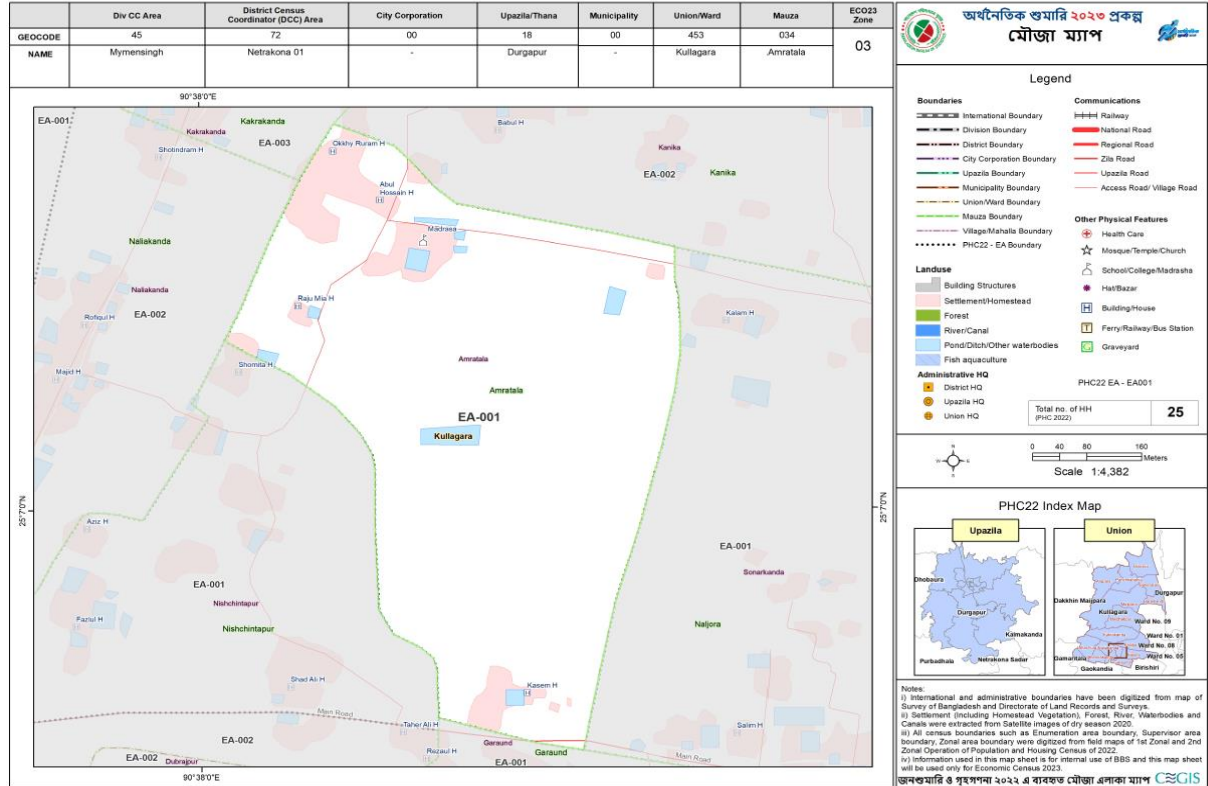
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা ম্যাপ হতে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুতে জোনাল অফিসারগণ নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন:

ধাপ-১: জোনাল অফিসারের জোনের এলাকা চিহ্নিত করা

কাজের শুরুতেই জোনাল অফিসারকে তার জোনের সীমানা বুঝে নিতে হবে। তার আশেপাশের জোনাল অফিসারের সাথে আলাপ করে এমন ভাবে জোনকে চিহ্নিত করতে হতে যেন এক জোনের অংশ অন্য জোনে না যায়। এছাড়া, তার নির্ধারিত ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের কোনো মৌজা বা গ্রাম/মহল্লা বাদ পড়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। সদর দপ্তর হতে তাকে যে কয়টি ম্যাপ দেয়া হয়েছে তা ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে।

ধাপ-২: সরবরাহকৃত জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর ম্যাপের গণনা এলাকা চিহ্নিত করা

অর্থনৈতিক শুমারির শহর এলাকার (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলার সদর দপ্তর) দায়িত্বরত জোনাল অফিসারকে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা ভিত্তিক ম্যাপ (নমুনা ম্যাপ-১) এবং পল্লী এলাকায় দায়িত্বরত জোনাল অফিসারকে মৌজা এলাকা ভিত্তিক ম্যাপ প্রদান করা হবে (নমুনা ম্যাপ-২)। শহর এলাকার জোনাল অফিসার তার জোনের সকল গণনা এলাকার ম্যাপ এবং পল্লী এলাকার জোনাল অফিসার তার জোনের সকল গণনা এলাকার ম্যাপ সুপারভাইজিং কর্মকর্তার নিকট হতে বুঝে নিবেন। এক্ষেত্রে পল্লী এলাকার জন্য জেলা/উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষিত জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর সর্বশেষ গণনা এলাকা ম্যাপও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।



নমুনা ম্যাপ-১ শহর এলাকার (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলার সদর দপ্তর) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা ভিত্তিক ম্যাপ

ধাপ-৩: জনশুমারির গণনা এলাকার খানার সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ

জনশুমারির গণনা এলাকা চিহ্নিত করার পর জোনাল অফিসার ঐ এলাকায় জনশুমারিতে খানার সংখ্যা কত ছিল, বর্তমান খানা সংখ্যা আনুমানিক কত হতে পারে এবং এ এলাকায় বিদ্যমান দোকান-পাট বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত তা কুইক কাউন্ট করবেন। ম্যাপে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনাকৃত খানার সংখ্যা এবং খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংখ্যা দেয়া আছে। বর্তমানের খানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি হ্রাস পেয়েছে তার ধারণা এবং গণনা এলাকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত হবে তা জেনে ম্যাপের নির্দিষ্ট স্থানে লিখতে হবে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জানার জন্য জোনাল অফিসার ঐ এলাকার হাট বা বাজার বা মার্কেট এর সংখ্যা জানবে এবং উক্ত হাট বা বাজার বা মার্কেট এ কি পরিমাণ দোকান-পাট রয়েছে তাও জানবে। এ কাজে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

ধাপ-৪: অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং এলাকা গঠন

অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে একজন লিস্টার গড়ে ৬৫০-৭০০ ইউনিট লিস্টিং করবে। এ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনশুমারির গণনা এলাকা নিয়ে লিস্টিং এলাকা গঠন করতে হবে।

ধাপ-৫: অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং এলাকা সম্পর্কিত তথ্য ICMS এ এন্ট্রিকরণ

সরবরাহকৃত জনশুমারির প্রিন্টেড ম্যাপ সংশোধন এবং লিস্টিং এলাকা গঠনের পর জোনাল অফিসার লিস্টিং এলাকা সম্পর্কিত তথ্য ICMS এ এন্ট্রি করবে।

ধাপ-৬: লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন:

অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একজন তথ্য সংগ্রহকারীর গড়ে ১৫০টি ইউনিটের (অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা এবং প্রতিষ্ঠান) তথ্য সংগ্রহ করবে। লিস্টিং করার পর জোনাল অফিসার জনশুমারির গণনা এলাকায় কয়টি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা এবং প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেছে তা আইসিএমএস হতে জেনে নেবে। অতঃপর গড়ে ১৫০ টি অর্থনৈতিক ইউনিট নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন করবে।

জনশুমারির গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হবে। সাধারণভাবে পল্লী এলাকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকবে বলে জনশুমারির একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হবে। আবার শহর এলাকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকবে বলে জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা গঠিত হবে। তবে কিছু কিছু পল্লী বা শহর এলাকায় এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

যেহেতু জনশুমারির গণনা এলাকা মৌজা/মহল্লা ভিত্তিক গঠিত আছে, কাজেই অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার কন্ট্রোলও শহরের ক্ষেত্রে মহল্লা এবং পল্লী এলাকার ক্ষেত্রে মৌজা ভিত্তিক হবে। যদি জনশুমারির একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হয়, তবে জনশুমারির গণনা এলাকাকে না ভেঙে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকার ইউনিটের সংখ্যা কমবেশি ১৫০ হবে।

একটি মৌজা/মহল্লায় অর্থনৈতিক শুমারির এক বা একাধিক গণনা এলাকা গঠিত হতে পারে। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকায় একজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত থাকবে। কাজেই চেষ্টা করতে হবে জনশুমারির গণনা এলাকাকে মৌজা/মহল্লা ভিত্তিক এমনভাবে বিভাজন করা যেন, অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহকারীকে নির্দিষ্ট মৌজা/মহল্লায় ন্যাস্ত করা যায়। তবে যদি এমন হয় যে, একটি মৌজা বা মহল্লার জনশুমারির একটি গণনা এলাকাকে অপর একটি মৌজা বা মহল্লার গণনা এলাকার সাথে যুক্ত করতে হবে তবে আলাদাভাবে মৌজা ভিত্তিক অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠন করতে হবে এবং একাধিক গণনা এলাকায় একজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত থাকবে।

সাধারণভাবে একটি গণনা এলাকায় একজন তথ্য সংগ্রহকারী কাজ করবেন তবে একাধিক গণনা এলাকায়ও একজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত হতে পারেন। জনশুমারির গণনা এলাকা হতে কয়েক উপায়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা গঠিত হতে পারে।

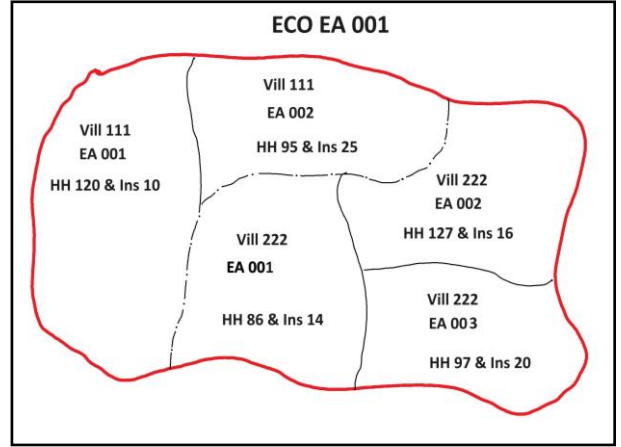
I. জনশুমারি একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত:

ধরা যাক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর একটি গণনা এলাকায় ১৪০ টি খানা রয়েছে। লিস্টিং করার পর এ এলাকায় প্রতিষ্ঠান সংখ্যা আনুমানিক ১৩০ টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা ৩০টি। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একজন তথ্য সংগ্রহকারীর এলাকায় গড়ে ১৫০টি ইউনিট থাকবে এ বিবেচনায় এ এলাকাটিতে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হবে এবং এক্ষেত্রে একজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত হবে।

II. জনশুমারি একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত:

ধরা যাক, জনশুমারি ও গৃহগণনা এর 'ক' একটি মৌজায় দুটি গ্রাম আছে। একটি গ্রামে (Vill 111) ২ টি গণনা এলাকা রয়েছে। ১ম গণনা এলাকায় (EA 001) ১২০ টি খানা এবং ১০ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২য় গণনা এলাকায় (EA 002) ৯৫ টি খানা এবং ২৫ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

অপর গ্রামে (Vill 222) ৩টি গণনা এলাকা রয়েছে। ১ম গণনা এলাকায় (EA 001) ৮৬ টি খানা এবং ১৪ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২য় গণনা এলাকায় (EA 002) ১২৭ টি খানা এবং ১৬ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৩য় গণনা এলাকায় (EA 003) ৯৭ টি খানা এবং ২০ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দেখা যায়, দুটি গ্রাম ও পাঁচটি গণনা এলাকায় মোট ৫২৫ টি খানা (১২০+৯৫+১২৭+৮৬+৯৭) এবং ৮৫ টি প্রতিষ্ঠান (১০+২৪+১৬+১৪+২০) রয়েছে। ধরা যাক, লিস্টিং করার পর এ এলাকায় ৫২৫ টি খানা হতে আনুমানিক ৬০ টি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা পাওয়া গেছে। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একজন তথ্য সংগ্রহকারীর এলাকায় গড়ে ১৫০টি অর্থনৈতিক ইউনিট থাকবে এ বিবেচনায় এ পাঁচটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি তথ্য সংগ্রহকারীর এলাকা গঠিত হবে।



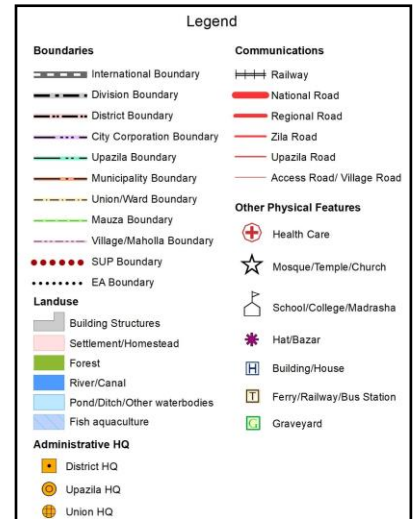
সুপারভাইজার ম্যাপ

III. জনশুমারি একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা প্রস্তুত:

সাধারণভাবে শিল্পবহুল এলাকায় (বিশেষ করে শহরের ক্ষেত্রে) জনশুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক তথ্য সংগ্রহকারীর এলাকা গঠিত হতে পারে। ধরা যাক, ঢাকা জেলার (২৬) দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (২০) এর নিউমার্কেট থানার (৬৩) ১৮ নং ওয়ার্ড (০১৮) এ ধানমন্ডি মৌজার (১৪৯) জনশুমারি ও গৃহগণনা এর নিউমার্কেট একটি মহল্লা (২৭৬)। এ মহল্লায় একটি মার্কেট রয়েছে যেখানে প্রায় ৩০০০ দোকান বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে একটি গণনা এলাকায় গড়ে ১৫০টি ইউনিট থাকবে এ বিবেচনায় জোনাল অফিসার নিউমার্কেটকে ৩১৫০/১৫০=২০ টি ভাগে ভাগ করবেন ২০টি গণনা এলাকা নির্ধারণ করবেন এবং ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করবেন।

ধাপ-৭: অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত:

লিস্টিং কার্যক্রম চলাকালীন জোনাল অফিসার গণনা এলাকা ম্যাপ প্রস্তুত কাজ শুরু করবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য আইসিএমএস এ এন্ট্রি করবেন।



জনশুমারির কয়টি গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকা প্রস্তুত হবে তা নির্ধারণের পর জোনাল অফিসার সরবরাহকৃত প্রিন্টেড ম্যাপে লাল কালি দিয়ে গণনা এলাকাটি চিহ্নিত করবে এবং প্রয়োজনীয় লিজেন্ড দিবে। এরপর জোনাল অফিসার সরবরাহকৃত কাগজে উক্ত গণনা এলাকার একটি স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করবে এবং স্কেচ ম্যাপটিতে প্রয়োজনীয় লিজেন্ড বসাবে। লিজেন্ড বসানোর ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

- Boundaries:** গণনা এলাকা গ্রাম/মহল্লা, মৌজা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, উপজেলা/পৌরসভা, জেলা, বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যেক স্তরের সীমানা এলাকা বুঝার জন্য নির্ধারিত রেখা ব্যবহার করতে হবে। যেমন: গণনা এলাকার সীমানা বা EA Boundary চিহ্নিত করার জন্য ‘.....’ ব্যবহার করতে হবে।
- Administrative Headquarter:** ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার সদর দপ্তর চিহ্নিতকরণের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করতে হবে।
- Communication:** যোগাযোগের বিভিন্ন রাস্তা যেমন: রেলপথ, সড়কপথ তথা জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা এবং একসেস/ভিলেজ রোড প্রভৃতি বুঝার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন বা রেখা ব্যবহার করতে হবে।
- Other Physical Features:** স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মসজিদ/ টেম্পল/ মন্দির/ চার্চ, স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা, হাটবাজার, গৃহ/ ভবন, রেলস্টেশন/ বাসস্টেশন এবং কবরস্থান ইত্যাদি বুঝার জন্য নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করতে হবে।

Legend এর নমুনা নিম্নরূপ:

ম্যাপ প্রস্তুতের পর জোনাল অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রিন্টেড ম্যাপ সুপারভাইজিং কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন। স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুতের পর উক্ত ম্যাপের একটি ফটোকপি জোনাল অফিসার সংরক্ষণ করবেন এবং মূল কপি সুপারভাইজিং কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন। এছাড়া জোনাল অফিসার স্কেচ ম্যাপের একটি image ট্যাবের মাধ্যমে ICMS এ আপলোড করবেন যা পরবর্তীতে তার এলাকা চিহ্নিতকরণে সহায়ক হবে।

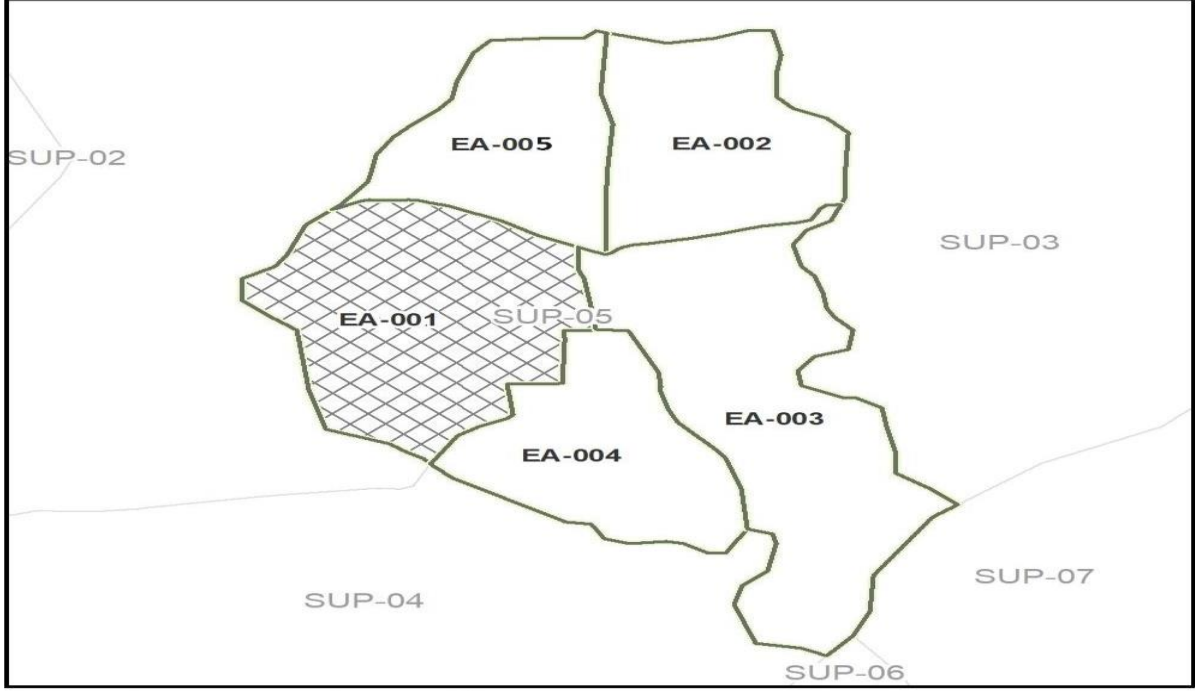
৩.২ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকার ম্যাপ হতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ এর গণনা এলাকার ম্যাপ প্রস্তুত সংক্রান্ত কেস স্ট্যাডি পর্যালোচনা:

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকার ম্যাপ হতে অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে এবং জোনাল অফিসারগণ এ ম্যাপ প্রস্তুত করবেন। জোনাল অফিসারগণ কিভাবে এ ম্যাপ প্রস্তুত করবেন তা বোঝার জন্য দুটি কেস স্ট্যাডি হতে ধারণা নেয়া যায়।

Case Study-1: নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলা:

১ম পর্ব: অর্থনৈতিক শুমারির ম্যাপ প্রস্তুতের জন্য জোনাল অফিসার জনাব মো: লিটন আক্তারকে (পরিসংখ্যান সহকারী, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইং) কে নারায়ণগঞ্জ জেলার (৬৭) রূপগঞ্জ উপজেলার (৬৮) রূপগঞ্জ ইউনিয়ন (৬৭৬) এর টেক নোয়াদ্দা মৌজার (৭৬২) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা সম্বলিত ম্যাপ প্রদান করা হয় (চিত্র-১)। জোনাল অফিসার প্রথমে ম্যাপ দেখে ঢাকা হতে ঐ এলাকায় গমন করেন। এলাকা চিহ্নিতকরণের কাজে জোনাল অফিসার গুগল ম্যাপেরও সহায়তা নেন। গণনা এলাকায় যাওয়ার পরে জোনাল অফিসার এ গণনা এলাকায় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর খানার সংখ্যা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানার সংখ্যা, বর্তমান আনুমানিক খানা এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা নেন। গণনা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণে জোনাল অফিসার জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর সুপারভাইজার এবং গণনাকারীরও সহায়তা নেন।

Enumerator Number : 023											
	Div CC Area	DCC Area	City Corporation	Upazila/Thana	Municipality	Union/Ward	Mauza	Village/ Mohallah	Zone	SUP	EA
GEocode	30	67	00	68	00	676	762	131	02	05	001
NAME	Dhaka 01	Narayanganj 02		Rupganj		Rupganj	Tek Noadda	Maijpara			



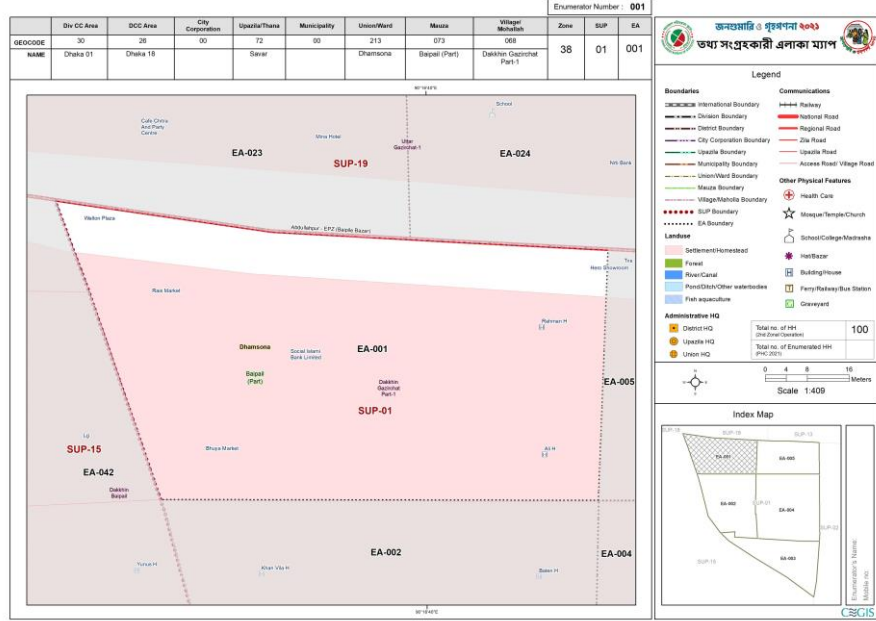
চিত্র-১ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার রূপগঞ্জ ইউনিয়ন এর টেক নোয়াদা মৌজার গণনা এলাকা 01 এর ম্যাপ

গণনা এলাকা চিহ্নিত করার পর জোনাল অফিসার ম্যাপে বাস্তবতার নিরিখে নতুন করে লিজেন্ড স্থাপন করেন। গণনা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণের পর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্য এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় জোনাল অফিসার জানতে পারেন, এ এলাকায় বর্তমান খানার সংখ্যা ১৩০ এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮ টি। যেহেতু লিস্টিং কার্যক্রমে একজন লিস্টার গড়ে ৬৫০ থেকে ৭০০ টি ইউনিট লিস্টিং করবেন তাই জোনাল অফিসার বুঝতে পারেন, এ এলাকায় একজন লিস্টার দেয়া সম্ভব হবে না। তাই তিনি পাশের গণনা এলাকা চিহ্নিত করেন। এভাবে জোনাল অফিসার একে একে ৫টি গণনা এলাকা চিহ্নিত করেন। জোনাল অফিসার বুঝতে পারে, এ মৌজার ৫ টি গণনা এলাকায় আনুমানিক খানার সংখ্যা ৬২৭ এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আনুমানিক ৯০টি। লিস্টিং কার্যক্রমে একজন লিস্টার গড়ে ৬৫০ থেকে ৭০০ টি ইউনিট লিস্টিং করবেন এবং জনশুমারির কোনো গণনা এলাকাকে ভাঙা যাবে না, তাই জোনাল অফিসার টেক নোয়াদা মৌজায় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর ৫ টি গণনা এলাকায় ০১ জন তালিকাকারী নিয়োজিত করে তা ICMS এ এন্ট্রি দেন।

২য় পর্ব: এরপর জোনাল অফিসারের এই লিস্টিং এলাকার সকল খানা এবং প্রতিষ্ঠান তালিকা করা হয়। লিস্টিং করার পর জোনাল অফিসার বুঝতে পারেন, ৬২৭টি খানার মধ্যে ৬৫টি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা রয়েছে। তাহলে এ পাঁচটি গণনা এলাকা মিলে মোট অর্থনৈতিক ইউনিট হয় ১৫০-১৬০টি। অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক ইউনিট (অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা এবং প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা হবে গড়ে ১৫০টি। তাই এই ৫ টি গণনা এলাকার সমন্বয়ে অর্থনৈতিক শুমারির ০১টি গণনা এলাকা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ গণনা এলাকা সম্বলিত তথ্য ICMS এ এন্ট্রি করেন ও গণনা এলাকার স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুত করেন।

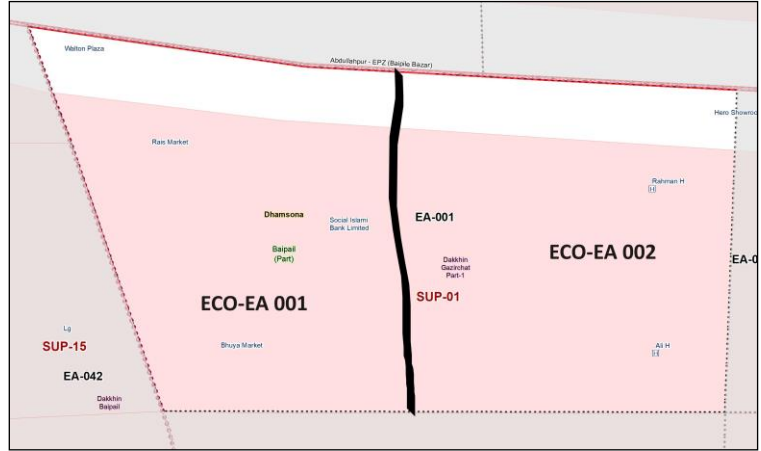
Case Study-2: ঢাকা জেলার বাইপাল, আশুলিয়া এলাকা

১ম পর্ব: বিবিএস এর জোনাল অফিসার কাজী মোঃ ফয়সালকে (পরিসংখ্যান সহকারী, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং) সাভার উপজেলার (৭২) ধামসোনা ইউনিয়নের (২১৩) বাইপাল মৌজার (০৭৩) দক্ষিণ গাজিরছাত গ্রামের (০৬৮) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা EA-001 এর ম্যাপ প্রদান করা হয় (চিত্র-২)।



চিত্র-২ সাভার উপজেলা (৭২) ধামসোনা ইউনিয়ন (২১৩) বাইপাল মৌজার (০৭৩) দক্ষিণ গাজিরছাত গ্রামের (০৬৮) গণনা এলাকা EA-001 এর ম্যাপ

তিনি প্রথমে ম্যাপ দেখে ঐ এলাকায় গমন করেন। ঐ এলাকায় গিয়ে তিনি জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এ প্রাপ্ত খানার সংখ্যা এবং একই সাথে বর্তমানে খানার সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়েছে কিনা তা কুইক কাউন্ট করেন। ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত হতে পারে তার ধারণা বাইপাইল কাঁচা বাজার সমিতি থেকে নেন। তিনি তার গণনা এলাকার সীমানা চিহ্নিত করতে গুগল ম্যাপেরও সহায়তা নেন। তারপরও তার সমস্যা হওয়ায় তিনি জনশুমারির সুপারভাইজার ও গণনাকারীর সহায়তা নেন। লিজেন্ড অস্পষ্ট হওয়ায় তিনি ম্যাপে নতুন করে লিজেন্ড স্থাপন করেন। গণনা এলাকা চিহ্নিত করার পর তিনি ঐ এলাকায়



চিত্র-৩ সাভার উপজেলা (৭২) ধামসোনা ইউনিয়ন (২১৩) বাইপালের মৌজার (০৭৩) দক্ষিণ গাজিরছাত গ্রামের (০৬৮) গণনা এলাকা EA-001 এর ম্যাপকে ২ টি অর্থনৈতিক শুমারি গণনা এলাকা গঠন

কুইক কাউন্ট করে দেখেন যে, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০০ টি এবং খানার সংখ্যা ১৪০ টি। লিস্টিং কার্যক্রমে একজন লিস্টার গড়ে ৬৫০ থেকে ৭০০ টি ইউনিট লিস্টিং করবেন এবং জনশুমারির কোনো গণনা এলাকাকে ভাঙা যাবে না, এ বিবেচনায় জোনাল অফিসার জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর এই দুটি গণনা এলাকায় ১ জন তালিকাকারী নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেন (চিত্র-৩) এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ICMS এ এন্ট্রি দেন।

২য় পর্ব: লিস্টিং করার পর ঐ এলাকায় ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান এবং ৪২ টি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পাওয়া যায়। যেহেতু অর্থনৈতিক শুমারির প্রতিটি গণনা এলাকায় গড়ে ১৫০ টি (অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানাসহ) ইউনিট থাকবে তাই এএলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির ২টি গণনা এলাকা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তা ICMS এ এন্ট্রি করেন। পরবর্তীতে জোনাল অফিসার এ ২ টি গণনা এলাকার ম্যাপ প্রস্তুত করেন।

৩.৬ অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার গঠনের মৌলিক বিষয়াবলী:

লিস্টিং পরবর্তী:

- ক) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা এলাকা হতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ এর গণনা এলাকা গঠন করতে হবে;
- খ) অর্থনৈতিক শুমারির গণনা এলাকার কন্ট্রোল শহরের ক্ষেত্রে মহল্লা এবং পল্লী এলাকার ক্ষেত্রে মৌজা ভিত্তিক হবে;
- গ) শহর বা শিল্প বহুল এলাকায় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা গঠিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে;
- ঘ) পল্লী এলাকায় জনশুমারির ও গৃহগণনা ২০২২ এর একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা গঠিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে;
- ঙ) জনশুমারি একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত হতে পারে;
- চ) জনশুমারি একাধিক গণনা এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকা প্রস্তুত হতে পারে;
- ছ) জনশুমারি একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারির একাধিক গণনা এলাকা প্রস্তুত হতে পারে;
- জ) অর্থনৈতিক শুমারির একটি গণনা এলাকায় অর্থনৈতিক ইউনিট (অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা এবং প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা হবে গড়ে ১৫০টি এবং
- ঝ) অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ এর গণনা এলাকা মৌজা/মহল্লা ভিত্তিক হবে। সাধারণভাবে একটি গণনা এলাকায় একজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত থাকবে। বিশেষ কারণে কোন মৌজা একটি গণনা এলাকার সাথে অপর একটি মৌজা/মহল্লার গণনা এলাকা নিয়ে একজন তথ্য সংগ্রহকারী দেয়ার প্রয়োজন হলে মৌজা বা মহল্লা ভিত্তিক আলাদা আলাদা গণনা এলাকা প্রস্তুত করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমের আওতা নিম্নরূপ:

১। দেশের সকল সাধারণ খানা

২। সকল প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট (প্রতিষ্ঠান)

৩। সকল কৃষি খামার

৪। অন্যান্য খানা (যেমন-মেস)

[প্রাতিষ্ঠানিক খানা এবং কৃষি খামার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে।]

অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সংজ্ঞাবলী:

৪.১ ইউনিট: যে কোনো একক খানা (Household) কিংবা স্থায়ী/অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান (Establishment), যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত এবং মানুষের বসবাস অথবা বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত, বিক্রয়, মেরামত, গুদামজাত বা বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তা ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে। ফুটপাথ অথবা হাট-বাজার অথবা রাস্তার পাশে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ী ছাউনির নিচে বসে নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন ছোটখাটো দোকানপাটও ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদাহরণ ১: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি), উপজেলায় অবস্থিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, দেশের যে কোনো স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি এক একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ২: জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন ভিটি কালমিনা গ্রামে স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মাসহ বসবাস করেন। এটি একটি সাধারণ খানা, ফলে উক্ত খানাটি একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইউনিট ০২ (দুই) ধরনের হতে পারে: খানাভিত্তিক ইউনিট ও প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট।

৪.২ খানাভিত্তিক ইউনিট:

খানার উপর ভিত্তি করে যে ইউনিট গঠিত, তা খানাভিত্তিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। খানা সাধারণত ০৩ (তিন) প্রকারের হয়ে থাকে। (ক) সাধারণ খানা (খ) প্রাতিষ্ঠানিক খানা ও (গ) অন্যান্য খানা।

ক) সাধারণ খানা: যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, গৃহকর্মী প্রভৃতি) একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একই সাথে বসবাস করেন তাদেরকে একত্রে একটি খানা বা হাউজহোল্ড বলা হয়। খানা এক বা একাধিক সদস্যবিশিষ্ট হতে পারে। একাধিক ঘরে একটি খানা আবার একই ঘরে একাধিক খানা থাকতে পারে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক খানা: সাধারণত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক খানা যেমন: জেলখানা, এতিমখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস বা হোস্টেল বা হল, কর্মজীবী হোস্টেল, আবাসিক মাদ্রাসা, সেনা ছাউনি বা ব্যারাক, পুলিশ লাইন, বিজিবি ক্যাম্প ইত্যাদিতে যখন একাধিক ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একত্রে বসবাস করে এবং একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে, তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক খানা বলা হয়ে থাকে।

গ) অন্যান্য খানা: সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক খানা ব্যতীত বাকি সকল ধরনের খানা যেমন- মেস, দোকান, প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে যদি এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে কোনো খানা গঠিত হয়, তাহলে তা অন্যান্য খানা হিসেবে বিবেচিত হবে।



[অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রম সকল সাধারণ খানা তালিকাভুক্ত হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খানা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। মেসের তথ্য অন্যান্য খানা হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠা মেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে।]

প্রাতিষ্ঠানিক খানার ক্ষেত্রে (যেমন: জেলখানা, ব্যারাক, আবাসিক হল/হোস্টেল, বোর্ডিং, এতিমখানা, প্রবীণ নিবাস, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ইত্যাদি) শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক খানা পরিচালনাকারী অফিসটি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক খানা পরিচালনাকারী অফিসে গমন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন হল ও ইন্সটিটিউট যেমন: ইন্সটিটিউট অব স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসার্চ, ট্রেইনিং অ্যান্ড ডেটা সায়েন্সেস (আইএসআরটিডিএস), ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ), ইত্যাদি রয়েছে। এ সকল হল ও ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিসের (রেজিস্টার অফিস) হতে স্বতন্ত্র কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারণ তাদের পৃথক জনবল, হিসাব পদ্ধতি এবং স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। তাই, এসব হল ও ইন্সটিটিউট আলাদাভাবে অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখ্য, হল ও ইন্সটিটিউটের ভবনের মধ্যে কিংবা আঙিনায় অন্য কোনো ইউনিট যেমন- হলের ক্যান্টিন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাধারণ খানা, চায়ের দোকান, মুদি দোকান, সেলুন, লন্ড্রি, ছাত্র সংসদ ইত্যাদি থাকলে সেগুলোকে পৃথক ইউনিট হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

কোনো ফ্যাক্টরি বা কারখানা বা গার্মেন্টস'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের থাকার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো মেস, বোর্ডিং বা ডরমেটরি পরিচালিত হলে, উক্ত মেস, বোর্ডিং বা ডরমেটরি আলাদা ইউনিট হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে না। উক্ত সীমানায় যদি কোনো সাধারণ খানার বসবাস থাকে অথবা যদি কোনো দোকান-পাট থাকে, তাহলে তা ইউনিট হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে।

৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট: প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে যে ইউনিট গঠিত, তা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিষ্ঠান হলো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত একক ইউনিট, যা বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় বা বিতরণজনিত নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে।

উদাহরণ ১: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি।

উদাহরণ ২: গার্মেন্টস, জুতার কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, তীত, মৃৎশিল্প, টাইলস, সিমেন্ট, স্টিল মিল, দুধ উৎপাদন, মিষ্টি উৎপাদন, মুড়ি/চিড়া উৎপাদন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

উদাহরণ ৩: হোটেল/মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, সবজির দোকান, ফল/ফুলের দোকান, মুদি দোকান, পাইকারি/খুচরা মালামালের দোকান/আড়ং, মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান, বিকাশ, ফ্লেক্সিলোড, টিভি/ফ্রিজ মেরামত, লন্ড্রি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দোকান।



সাধারণ খানায় অবস্থিত কোনো আলাদা কক্ষ কিংবা স্থানকে যদি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দোকান/শো-রুম/কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যদি উক্ত দোকান/শো-রুম/কারখানার হিসাব আলাদা রাখা হয়, তবে তা আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে।

যেমন- মাদারীপুর সদর উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নের জনাব আব্দুস সবুর মিয়ার বাড়ির একটি কক্ষ মুদি দোকান হিসেবে ব্যবহার করছেন। উক্ত দোকানে আব্দুস সবুর মিয়া এবং তার স্ত্রী বেচাকেনা করেন। এক্ষেত্রে আব্দুস সবুর মিয়ার এ দোকানটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে এবং নিজ ঘরটি সাধারণ খানা হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। ঢাকার মিরপুর এলাকায় ইউসুফ হোসেন নিজ বাড়িতে একটি এমব্রয়ডারি মেশিনের মাধ্যমে কাপড় ডিজাইন করে থাকেন এবং তাঁর স্ত্রীও আবার ঐ কাপড়ে পাথর বসানোর কাজ করেন। উক্ত কাজটি তারা বসবাসের ঘরেই সম্পন্ন করে থাকেন এবং কাজটির মালিকানা এ পরিবারের। এর জন্য তারা পৃথক কোনো ঘর বা কক্ষ ব্যবহার করেন না। এক্ষেত্রে খানাটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে এটি একটি সাধারণ খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

প্রতিষ্ঠান সাধারণত ২ (দুই) ধরনের: (ক) স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (খ) অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রমে দেশের সকল স্থায়ী/অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং খানাসমূহকে ইউনিট হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে।

ক) স্থায়ী প্রতিষ্ঠান: নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কাঠামো (Structure) রয়েছে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে। স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হলো ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন অথবা কোন সামাজিক ও ব্যক্তি সেবা প্রদান করা হয়।

উদাহরণ ১: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি যদি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয় এবং এর স্থায়ী কাঠামো থাকে, তবে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো



বিদ্যালয়



মসজিদ

উদাহরণ ২: গার্মেন্টস, জুতার কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, তাঁত, মৃৎ শিল্প, টাইলস, সিমেন্ট, স্টিল মিল, দুধ উৎপাদন, মিষ্টি উৎপাদন, মুড়ি/চিড়া উৎপাদন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয় এবং এর স্থায়ী কাঠামো থাকে, তবে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



একটি স্থায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান



মিষ্টির দোকান



গার্মেন্টস

উদাহরণ ৩: হোটেল/মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, সবজির দোকান, ফল/ফুলের দোকান, মুদি দোকান, পাইকারি/খুচরা মালামালের দোকান/আড়ং, মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান, বিকাশ, ফ্লেস্কিলোড, টিভি/ফ্রিজ মেরামত, লন্ড্রি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দোকান যদি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয় এবং এর স্থায়ী কাঠামো থাকে, তবে তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



একটি আবাসিক হোটেল



মুদি দোকান



বিকাশ, ফ্লেস্কিলোডের দোকান

উদাহরণ ৪: একটি দোকানে ঔষধ বিক্রির পাশাপাশি ফ্লেস্কিলোড বা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে যে কর্মকাণ্ডে বেশি আয় হয়, সে কর্মকাণ্ডটির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করতে হবে। ধরা যাক, দোকানটিতে ঔষধ বিক্রি করে ফ্লেস্কিলোড এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর চেয়ে বেশি আয় হয়, তবে এটি ফার্মেসির দোকান হিসেবে পরিচিতি পাবে।



ফার্মেসি ও বিকাশের দোকান



লাইব্রেরি, ফটোকপি ও স্টুডিও



লাইব্রেরি এন্ড ডেরাইটিজ স্টোর

খ) অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান: অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী কাঠামো বা ঘর থাকে না; তবে অস্থায়ী ছাউনি কিংবা অস্থায়ী বেড়া/বেষ্টনী থাকতে পারে। হাট-বাজার বা রাস্তার পাশে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ী ছাউনির নিচে বসে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন, বেচাকেনা, মেরামত বা অপরাপর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছোটখাটো দোকানপাট অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ১: ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকের হাটে শেড-এর নিচে একজন ব্যক্তি মাছ বিক্রয় করে আসছে, যার শুধুমাত্র একটি টিনের ছাউনি রয়েছে তবে এর চারপাশে কোনো দেয়াল বা বেড়া নাই। এটি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



অস্থায়ী মাছের দোকান



লুঞ্জির দোকান



অস্থায়ী ফলের দোকান

উদাহরণ ২: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাঞ্ছারামপুর বাজারে একজন ব্যক্তির একটি বাঁশ ও কাঠের দোকান রয়েছে, যার কোনো একক ছাউনি ও বেড়া বা দেয়াল নাই, তবে একটি অস্থায়ী স্থান তিনি ব্যবহার করে থাকেন। এটি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



বাঁশের দোকান



কাঠের দোকান



সেনিটারি পণ্য

উদাহরণ ৩: ঢাকার কারওয়ান বাজারে একই শেড-এর নিচে একাধিক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সবজি বিক্রয় করে থাকেন। যেখানে দোকানের জন্য আলাদা কোনো নিজস্ব ছাউনি, বেড়া বা দেয়াল নাই। উক্ত দোকানগুলোও অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



অস্থায়ী পানের আড়ৎ



অস্থায়ী দোকানে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়



অস্থায়ী ফুলের দোকান

উদাহরণ ৪: মেঘনা উপজেলার মানিকারচর জিওসি'র মুক্তিনগর বাজারে এলজিইডি শেড/ছাউনি নির্মাণের মাধ্যমে ধান, চাল, অন্যান্য ফসল ও বীজ ক্রয়/বিক্রয় করা হয়। শেড/ছাউনিসমূহের কোনো স্থায়ী বেড়া বা দেয়াল নাই। উক্ত শেড/ছাউনিসমূহের নিচে অবস্থিত দোকানসমূহ অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।



শেডের নিচে অস্থায়ী বাজার



অস্থায়ী কাপড়ের দোকান



শেডের নিচে ডিমের দোকান

উদাহরণ ৫: ইউজিসির অফিসের পূর্ব পাশের রাস্তার ধারে একটি নার্সারি রয়েছে। নার্সারীর কোন শেড/ছাউনি নাই কিন্তু নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করে থাকে। এটি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।



রাস্তার ধারে নার্সারি



রাস্তার ধারে মৃৎ সামগ্রী বিক্রয়



ফুটপাথে চায়ের দোকান

অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রম সম্পন্নের পর খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলে মূল শুমারির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। লিস্টিং প্রশ্নপত্রে একাধিক প্রশ্নের মাধ্যমে সাধারণ বা অন্যান্য খানা হতে খানা ভিত্তিক একাধিক প্রশ্নের নির্ণয় করা হবে। খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ নিম্নরূপ;

৪.৪ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা: যে সকল খানায় বসবাস ছাড়াও আয়ের জন্য খানার অভ্যন্তরে/প্রাঙ্গণে কোন কুটির শিল্প অথবা খানাভিত্তিক ব্যবসা অথবা অন্য কোন অর্থনৈতিক কাজ করা হয় অথবা খানার এক বা একাধিক সদস্য ব্রাহ্ম্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সে সকল খানাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা হিসেবে ধরা হবে।

উদাহরণ ১: খানার অভ্যন্তরে/আজিনায় বিভিন্ন কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ-বেতের কাজ, মাটির কাজ, তালপাখা তৈরি, শীতল পাটি/মাদুর তৈরি, টুপি তৈরি, কাঁথা সেলাই, বিড়ি বাঁধা, তাঁত, কামারের কাজ, কাগজের ঠোঙা তৈরি, মুড়ি ভাজা, রশি/দড়ি তৈরি, খেলনা তৈরি, বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজ ইত্যাদি।



খানার বাঁশ-বেতের কাজ



খানায় তাঁতের কাজ



খানায় মুড়ি ভাজার কাজ

উদাহরণ ২: খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজ/ব্যবসা পরিচালনা: খাবারের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, ফ্রি ল্যান্সিং (উদ্যোক্তা), অনলাইন বিজনেস (উদ্যোক্তা), সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্যোক্তা যেমন- ইউটিউবার, ব্লগার, টিকটকার, ফেসবুকার যারা নিজস্ব চ্যানেল-এর মাধ্যমে উপার্জন করে ইত্যাদি।



ঘরে বসে কাপড়ের ব্যবসা



খানায় বসে ফ্রি ল্যান্সিং (উদ্যোক্তা)



অনলাইনে খাবার বিক্রি

উদাহরণ ৩: ভ্রাম্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: হকার বা ফেরিওয়ালা, নিজের রিকশা/ভ্যান/অটোরিকশা/ঠেলাগাড়ি/মটরবাইকে মানুষ বা মালামাল পরিবহন, ভ্রাম্যমান সবজি বিক্রেতা ইত্যাদি।



হকারীর মাধ্যমে লেইস ফিতা বিক্রয়



আইসক্রীমের ফেরিওয়ালা



খানার নিজের ভ্যানে মালামাল পরিবহন

উদাহরণ ৪: রাস্তার পাশে কেউ জুতা পালিশের কাজ করে; ভ্যানের উপর সবজি বিক্রি করে; ফুটপাথে ভাসমান পান, চুন, সুপারি, জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি করে; রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাদাম, ছোলাবুটসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে ইত্যাদি।



রাস্তার পাশে বাদাম বিক্রেতা



ভাসমান পান, বিড়ি-সিগারেট বিক্রেতা



রাস্তায় জুতা পালিশের কাজ

উদাহরণ ৫: ধরা যাক, সাধারণ খানার কোন সদস্য যদি খানার অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গণে সরাসরি বা অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স যেমন: রেসিপি, বুটিক্স, ড্রয়িং, ভাষা শিক্ষা কোর্স, আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে; তাহলে খানাটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পন্ন খানা হিসেবে বিবেচিত হবে।



বাড়িতে বুটিক্স এর কাজ



ঘরে কেক তৈরি করে বিক্রি



ঘরে বসে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান

লিস্টিং এর জন্য এ সংজ্ঞাটি প্রয়োজ্য নয়:

অর্থনৈতিক শুমারির মূল শুমারিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন খানা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কোন কোন ইউনিট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খানা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে তা বোঝার জন্য উদাহরণসহ অর্থনৈতিক কাজ এবং অ-অর্থনৈতিক কাজ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো:

৪.৫ অর্থনৈতিক কাজ: অর্থনৈতিক শুমারির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজ বলতে সেই সব কাজকে বুঝাবে যে কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান/খানা আয়ের জন্য বা বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎপাদন করে বা কোন সেবা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা বিনা বেতন/মজুরিতে বাজারে বা বাজার ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন কিছু উৎপাদন করে বা কোন সেবা প্রদান করে থাকে, তবে তা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- হোটেল-রেস্টুরেন্ট এর কাজ, গার্মেন্টস এর কাজ, হাসপাতাল এর কাজ, অফিস, স্কুল, কলেজের কাজ, নির্মাণকাজ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি। কেউ যদি নিজ বাড়িতে রান্না-বান্না, নিজের সন্তান পড়ানো, গৃহস্থালি বা বাসার টুকটাকি কাজ করে তবে তা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে না।

যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ খানায় কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ যেমন- পোশাক শিল্পের কাজ, শিল্প ও কল কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট-বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল-রেস্টুরেন্ট এর কাজ, হাসপাতাল এর কাজ, নির্মাণকাজ, শিল্পকর্ম, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, মুচি, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার ইত্যাদি কাজ করা হয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বা খানা অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে। তবে খানার প্রাঙ্গণের বাহিরে কৃষি খামার (যেমন: পোল্ট্রি খামার, গরুর খামার ইত্যাদি যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়) অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক খানা হিসেবে আসবে।



কামারের কাজ



পোল্ট্রি খামার



খানার ঘরের ভিতর দোকান

৪.৬. অ-অর্থনৈতিক কাজ- অ-অর্থনৈতিক কাজ বলতে পারিশ্রমিক (টাকা/দ্রব্য) ব্যতীত খানার গৃহস্থালির কাজ যেমন- রান্নাবান্না, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, ছোট ভাইবোন এবং শিশু-বয়স্কদের দেখাশোনা করা কিংবা স্বেচ্ছাশ্রম ইত্যাদি কাজকে বোঝায়, যা অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে না।



নিজ গৃহে রান্নাবান্নার কাজ



পরিবারের শিশুদের লালনপালন



স্বেচ্ছাশ্রম

যে সকল খানায় শুধুমাত্র কৃষি কাজ (যেমন: জমি চাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশুপালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, গরু, হাঁস মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মত কাজগুলো) করা হয় ঐ সকল খানা অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে না। তবে ঐ সকল খানায় কৃষি বহির্ভূত কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকলে তখন তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।



হাল চাষ



মাছ ধরা



ফসল মাড়াই

৪.৭ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ অর্থনৈতিক শুমারির আওতা বহির্ভূত থাকবে:

- ভাসমান, যাযাবর শ্রেণি ও আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত লোকজন এবং এ ধরনের জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত খানা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন- রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট ইত্যাদি স্থানে বসবাসরত ভাসমান লোকজন; রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত লোকজন প্রভৃতি।
- ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, মাদক বিক্রি, জুয়া, চোরাচালান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বা এরূপ কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রতিষ্ঠান।
- গৃহকর্মী যারা এক বা একাধিক খানায় কাজ করে।
- গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত পরিবারের সদস্য।
- কাজের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা ব্যক্তি। যেমন লোড-আনলোড এর কাজ করে, রাজমিস্ত্রি বা ছুতারকে সাহায্য করে, ঠিকাদারের জন্য মাটির কাজ করে এমন ব্যক্তিগণ।
- যে খানার সদস্যদের কেউই কোনো লাভজনক কাজে নিয়োজিত নয়, খানাগুলো শুধু রেমিট্যান্স, ভাড়া, সুদ, পেনশন অথবা দান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।
- অতিরিক্ত আয়ের উদ্দেশ্যে অনিয়মিতভাবে টিউবওয়েল, ট্রাক্টর, সেলো পাম্প, গরু/মহিষের গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দেয়া।

পঞ্চম অধ্যায়

জিওকোড সাম্প্রতিকীকরণ ও ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ICMS) হালনাগাদকরণ

৫.১ জিওকোড সাম্প্রতিকীকরণ

ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (ICMS) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর জিওকোড সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জিওকোড তালিকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই এবং গণনা এলাকা ম্যাপ ও সুপারভাইজার এলাকার ম্যাপের সাথে সঙ্গতি রেখে অনলাইনে ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (ICMS) হালনাগাদ করতে হবে। প্রয়োজনে বিবিএস এর জিওকোড আপডেটিং কর্মসূচির আওতায় অনুসৃত বিষয়াবলি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভুল হয়।

ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (ICMS) জিওকোড তালিকায় মোট ২২ টি কলাম রয়েছে।

কলাম ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০: এ দশটি কলাম যথাক্রমে বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা/থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, মৌজা, গ্রাম/মহল্লা, EA No. (ইএ নং) এবং আরএমও (RMO) কোড সম্বলিত, যার তথ্য ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এন্ট্রি করা থাকবে। এন্ট্রিকৃত তথ্যগুলো সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে।

কলাম ১১: জিওকোডে এন্ট্রিকৃত কলাম ৮ এর গ্রাম/মহল্লার নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে কলাম ১১ এ বর্ণিত গ্রাম/মহল্লার নাম কলামে পরিবর্তিত গ্রাম/মহল্লার নাম ইংরেজিতে টাইপ করতে হবে। উল্লেখ্য, কলাম ১১ এ কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে শুধুমাত্র হাইফেন (-) দিতে হবে।

কলাম ১২: জিওকোডে এন্ট্রিকৃত কলাম ১২ এর আরএমও (RMO) কোড পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে কলাম ১২ এ বর্ণিত আরএমও (RMO) কলামে পরিবর্তিত আরএমও (RMO) কোড ইংরেজিতে টাইপ করতে হবে। উল্লেখ্য, কলাম ১২ এ কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে শুধুমাত্র হাইফেন (-) দিতে হবে।

উল্লেখ্য, নিম্নবর্ণিত কোড লিস্ট অনুযায়ী কলাম ১২ এ আরএমও (RMO) কোড বসাতে হবে।

পল্লী এলাকা (Rural)	1
পৌরসভা (Paurashava)	2
পৌরসভা নয় এমন উপজেলা হেডকোয়ার্টার (Upazila Headquarter other than Paurashava)	3
ক্যান্টনমেন্ট এলাকা (Cantonment Area)	5
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)	6
জনবসতিহীন/নদী সিকস্তি (Depopulated)	8
সিটি কর্পোরেশন (City Corporation)	9

গ্রোথ সেন্টার- গ্রাম এলাকায় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সহজে ন্যায্য দামে ক্রয়/বিক্রয় এবং সর্বসাধারণের নিত্যদিনের কেনাকাটার উদ্দেশ্যে সারাদেশে যে সমস্ত হাটবাজারে যোগাযোগের সুবিধা আছে, ঐ সব হাটবাজারে এলজিইডি শেড/ছাউনি/ছাদ দেয়া/চালা ও পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নয়ন করেছে এরূপ হাটবাজারই গ্রোথ সেন্টার।

জিওকোড তালিকা

জিওকোড										পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে		অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শুমারি জোন নং	লিস্টিং এলাকা নং	অর্থনৈতিক শুমারি EA No. (ইএ নং)	সুপারভাইজার ক্রমিক নং	তালিকাকারী/ গণনাকারী ক্রমিক নং	গ্রাম/ মহল্লা ভিত্তিক ইকোনমিক EA একই কি না?	অর্থনৈতিক শুমারি EA বিভাজন করতে হবে কি না?	মন্তব্য
বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা	পৌরসভা	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	মৌজা	গ্রাম/ মহল্লা	EA No. (ইএ নং)	আরএমও (RMO)	গ্রাম/ মহল্লা নাম	আরএমও (RMO)	খানা	প্রতিষ্ঠান	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
																			☐ হ্যাঁ ☐ না	☐ হ্যাঁ ☐ না	
																			☐ হ্যাঁ ☐ না	☐ হ্যাঁ ☐ না	

কলাম ১৩ ও ১৪: জোনাল অপারেশনে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কলাম ১৩ এ খানার সংখ্যা ও ১৪ এ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এন্ট্রি করতে হবে।

কলাম ১৫: ১৫ নং কলামে শুমারি জোন নং সিস্টেম থেকে এন্ট্রি করা থাকবে। এন্ট্রিকৃত তথ্য সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে।

কলাম ১৬: ১৬ নং কলামে প্রতিটি গ্রাম/মহল্লার বিপরীতে লিস্টিং এলাকা নং (Listing Area No.) এন্ট্রি করতে হবে।

কলাম ১৭, ১৮ ও ১৯: ১৭ নং কলামে অর্থনৈতিক শুমারি EA No. (ইএ নং), ১৮ নং কলামে Serial Number of Supervisor বা সুপারভাইজার ক্রমিক নং এবং কলাম ১৯ এ Serial Number of Enumerator বা গণনাকারীর ক্রমিক নং লিখতে হবে। **গণনা এলাকার সংখ্যা ও গণনাকারীর সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ গণনা এলাকার চেয়ে গণনাকারীর সংখ্যা কম বা সমান হতে পারে।** যেমন-ছোট দু'টি গণনা এলাকার জন্য একজন গণনাকারী নিয়োগ দিতে হবে।

কলাম ২০ ও ২১: ২০ নং কলামে গ্রাম/মহল্লা ভিত্তিক ইকোনমিক EA একই হলে চেকবক্সে “হ্যাঁ” সিলেক্ট করতে হবে এবং গ্রাম/মহল্লা ভিত্তিক ইকোনমিক EA একই না হলে চেকবক্সে “না” সিলেক্ট করতে হবে। ২০ নং কলামের উত্তর “হ্যাঁ” হলে ২১ নং কলামে অর্থনৈতিক শুমারি EA বিভাজন করতে হবে কি না এর উত্তর সিস্টেম থেকে অটোমেটিক্যালি “না” সিলেক্ট হয়ে যাবে। এছাড়া ২০ নং কলামের উত্তর “না” হলে ২১ নং কলামে অর্থনৈতিক শুমারি EA বিভাজন করতে হবে কি না এর উত্তর ব্যবহারকারীকে নির্বাচন করতে হবে। যদি অর্থনৈতিক শুমারি EA বিভাজন করার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ২১ নং কলামের উত্তর “হ্যাঁ” হলে তার বিস্তারিত ২২ নং কলামের মন্তব্য অংশে লিখতে হবে।

কলাম ২২: কলাম ১৫, ২০ ও ২১ এর আলোকে ২২ নং কলামে বিস্তারিত মন্তব্য লিখতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইন্টিগ্রেটেড সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ICMS) এ সঠিকভাবে ডাটা হালনাগাদ করার জন্য পৃথক একটি ICMS ব্যবহার নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লিষ্টিং প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি

লিষ্টিং ফরম



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-২০১৭
www.bbs.gov.bd

(১) ক্রমিক	(২) ইউনিটের নাম (খানা প্রধান/প্রতিষ্ঠানের নাম)	(৩) পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা			(৪) ইউনিটের ধরণ	(৫) খানার ক্ষেত্রে										(৬) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে		
		পাড়া/রক/সেক্টর/রাস্তার নাম, হোল্ডিং/এপার্টমেন্ট নং	ফোন/মোবাইল	ইমেইল		(ক) কৃষিখানা কি? হ্যাঁ-1 না-2	(খ) কৃষিখানা হলে কৃষি কাজের ধরন [একাধিক হতে পারে] শস্য-1 মৎস্য-2 প্রাণিসম্পদ-3 বনজ-4	(গ) খানায় কৃষি বহির্ভূত কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে কি? হ্যাঁ-1 না-2 'না' ⇨ (পরবর্তী ইউনিটে যান)	(ঘ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটির মালিকানা খানার নিজস্ব কি? হ্যাঁ-1 না-2	(ঙ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামোয় পরিচালিত হয় কি? হ্যাঁ-1 না-2	(চ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাইরে ভ্রাম্যমাণ কিনা? হ্যাঁ-1 না-2	(ছ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটির ধরন ক. শিল্প-1 খ. সেবা-2	(জ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি কি অনলাইন/ইন্টারনেট ভিত্তিক? হ্যাঁ-1 না-2	(ঝ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত মোট জনবল	(ক) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন ক. কৃষি-1 খ. শিল্প -2 গ. সেবা -3	(খ) প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ধরন স্থায়ী-1 অস্থায়ী-2	(গ) প্রতিষ্ঠানের আইনগত মালিকানা একক ব্যক্তি/পারিবারিক-1 অংশীদারী-2 প্রাইভেট লি. কো.-3 পাবলিক লি. কো.-4 সরকারি-5 স্বায়ত্বশাসিত-6 বিদেশি মালিকানা-7 যৌথ মালিকানা (দেশি ও বিদেশি)-8 সমবায়-9 অলাভজনক (এনপিআই)-10 অন্যান্য-11	(ঘ) কর্মরত মোট জনবল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩			১৪	১৫	১৬	
001	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)	Parishankhyan Bhaban, E-27/A, Agargaon, Dhaka- 1207	55007056	dg@bbs.gov.bd	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	540

লিস্টিং প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি:

একজন তালিকাকারী নির্ধারিত আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে যখন ট্যাব লগইন করবে, তখন জিও কোড সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হবে। জিও কোড সংক্রান্ত তথ্য হিসেবে বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড, মৌজা, গ্রাম বা মহল্লা এর নাম ও কোড উল্লেখ থাকবে। এরপর তালিকাকারী নির্ধারিত জনশুমারির গণনা এলাকায় (EA) প্রবেশ করে লিস্টিং প্রশ্নপত্র পূরণ করবে। এক্ষেত্রে তালিকাকারীর জন্য নির্ধারিত এলাকার তথ্য সঠিক রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।



প্রশ্ন-১ হতে ৪ সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রশ্ন-৫ এর ‘ক’ হতে ‘ঝ’ শুধুমাত্র খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আবার প্রশ্ন-৬ এর ‘ক’ হতে ‘ঘ’ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উত্তর লিখার ক্ষেত্রে ইংরেজিতে লিখতে হবে। কোনভাবেই বাংলা টেক্সট লেখা যাবে না, ডিজিট লেখার সময়ও ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৬.১ ক্রমিক নং:

তালিকাকারী গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণ হতে শুরু করে সকল সাধারণ খানা বা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। একইভাবে সর্পিলা/সাপের মতো প্যাঁচানো বা বাঁকানো পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে গণনা এলাকার প্রতিটি ইউনিটের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ইউনিটের ক্রমিক নং ০০১ হতে শুরু হবে যা ক্যাপিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হবে। CAPI-তে প্রদর্শিত ক্রমিক নম্বর অবশ্যই খানা বা প্রতিষ্ঠানের দেয়াল বা দৃশ্যমান স্থানে স্থায়ী মার্কার কলম দিয়ে ECL-001, ECL-002, ECL-003 এভাবে লিখতে হবে। মূল শুমারির সময় এ নম্বর দেখে তথ্য সংগ্রহকারী যেনো অর্থনৈতিক ইউনিট চিহ্নিত করতে পারে, তাই ক্রমিক নম্বরটি সংশ্লিষ্ট ইউনিটের দৃশ্যমান স্থানে আবশ্যিকভাবে দিতে হবে।



ঘরের দরজায় শুমারি নম্বর প্রদান

[প্রশিক্ষণে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার তালিকাকারীকে বিষয়টি হাতেকলমে অনুশীলন করাতে হবে।]

৬.২ ইউনিটের নাম:

এখানে ইউনিটটি খানা হলে খানা প্রধানের নাম এবং ইউনিটটি প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজিতে লিখতে হবে। যেমন: তালিকাকারী যদি বিবিএস এ গমন করে তবে এর নাম Bangladesh Bureau of Statistics লিখবে। যদি কোন খানা প্রধানের নাম সাইফুল ইসলাম হয় তবে Saiful Islam লিখবে। যদি কোনো ইউনিটের নাম বা নামের কোন সাইনবোর্ড না থাকে তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালকের নাম লিখুন।

৬.৩ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা:

ক) পাড়া/ব্লক/সেক্টর; রাস্তার নাম/হোল্ডিং/এপার্টমেন্ট নং: পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা লিখার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে ব্লক/সেক্টরের নাম ও রাস্তার নাম/হোল্ডিং/এপার্টমেন্ট নং (যদি থাকে) এবং গ্রামাঞ্চলে পাড়ার নাম ও হোল্ডিং নম্বর (যদি থাকে) ইংরেজিতে লিখতে হবে।

যেমন: শহরের ক্ষেত্রে ধরা যাক, বসুন্ধরা শপিংমল এর ৩য় তলায় শাইনিং শ্যাডো নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার দোকান নং- ৩২১। এক্ষেত্রে তালিকাকারী পাড়া/মহল্লা/ব্লক/রাস্তার নাম ও হোল্ডিং/এপার্টমেন্ট নং এর ঘরে Shop no- 321, 3rd floor, Bashundhara Shopping Mall লিখবে।

আবার গ্রামের ক্ষেত্রে ধরা যাক, কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন দুলালপুর বাজারে মারিয়া সুজ এন্ড কসমেটিক্স গ্যালারি নামে একটি দোকান রয়েছে। এক্ষেত্রে তালিকাকারী হোল্ডিং নম্বর/বাড়ি/পাড়ার নামের ঘরে ‘Bazar Moshjid Road, Dualalpur Bazar’ লিখতে হবে।

ইউনিটটি কোন বাড়িতে হলে যদি বাড়ির নাম থাকে তবে তা ইংরেজিতে লিখুন। যেমন: সৈয়দবাড়ির ক্ষেত্রে লিখুন ‘Sayed Bari’, আবার ইউনিটটি যদি কোন মার্কেট বা বাজারে অবস্থিত হয় তবে মার্কেট বা বাজারের নাম লিখুন। যেমন: নতুন বাজার হলে ‘Notun Bazar’ বা চৌধুরী মার্কেট হলে ‘Chowdhury Market’ ইত্যাদি।

রোড নং/নাম: ইউনিটটি যে রোডে অবস্থিত সে রোড বা রাস্তার যদি কোন নম্বর থাকে তা লিখুন অথবা যদি নাম থাকে তবে তা লিখুন। যেমন: ‘Road No: 1’ অথবা কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ হলে ‘Kazi Nazrul Islam Avenue’। রোড নম্বর বা নাম না থাকলে স্থায়ীভাবে রাস্তাটি যে নামে পরিচিত তা নিশ্চিত হয়ে ইংরেজিতে লিখুন।

হোল্ডিং নং: ইউনিটের হোল্ডিং/বাড়ি নং থাকলে তা লিখুন। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে অবশ্যই হোল্ডিং/বাড়ি নম্বর লিখতে হবে।

খ) মোবাইল নং: এরপর আবশ্যিকভাবে মোবাইল নম্বর (ইংরেজি ডিজিট) লিখতে হবে। যদি কোনো ইউনিটের মোবাইল নম্বর না থাকে তবে ইউনিটের বা ইউনিট প্রধানের আশেপাশের কারো মোবাইল নম্বর আনতে হবে, যেন প্রয়োজনে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

গ) ইমেইল ঠিকানা: ইউনিটে যোগাযোগের জন্য খানার ক্ষেত্রে কোনো সদস্য কিংবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির ইমেইল আইডি সঠিকভাবে লিখুন। যেমন: abcd.25@gmail.com, rst.64@yahoo.com ইত্যাদি।

৬.৪ ইউনিটের ধরন:

ইউনিটটি প্রতিষ্ঠান নাকি সাধারণ খানা নাকি অন্যান্য খানা তা জেনে সঠিক কোড নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান হলে ১, সাধারণ খানা হলে ২ এবং অন্যান্য খানা হলে ৩ নির্বাচন করতে হবে।

[চতুর্থ অধ্যায়ে অধ্যায়ে খানা এবং প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দেয়া আছে, প্রশিক্ষণের সময় পুনরায় তা দেখে নিতে হবে]

৬.৫ প্রশ্ন-৫ এর ‘ক’ হতে ‘ঝ’ শুধুমাত্র খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫ (ক) কৃষিখানা কি?

তালিকাকারী খানা প্রধান/তথ্য প্রদানকারীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বুঝে নিবে এ খানাটি কৃষিখানা কিনা? যদি কৃষিখানা হয়, তবে ১ এবং যদি কৃষিখানা না হয়, তবে ২ নির্বাচন করবে।

কৃষিখানা: কৃষিখানা হলো কৃষি উৎপাদনের একটি ইউনিট (যাদের ০.০৫ একরের সমান বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ জমি চাষাবাদ করা হয়। আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশের কৃষিখানাগুলোকে নিম্নোক্ত ০৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক্ষুদ্র: চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.০৫ একর কিন্তু পরিচালিত জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর।

মাঝারি: পরিচালিত জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর।

বড়: পরিচালিত জমির পরিমাণ ৭.৫০ একর বা তার উর্ধ্বে।

কোনো খানা জমি চাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ইত্যাদি কাজে জড়িত থাকলে ঐ খানাকে কৃষিখানা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৫ (খ) কৃষিখানা হলে কৃষি কাজের ধরন [এক্ষেত্রে একাধিক উত্তর হতে পারে]:

যদি খানাটি জমি চাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ইত্যাদি কাজ করে, তবে শস্য-1 নির্বাচন করতে হবে। যদি খানাটি মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ ধরে বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াজাত করা (শুটকি তৈরি) ইত্যাদি কাজ করে, তবে মৎস্য-2 নির্বাচন করতে হবে। যদি খানাটি গরু, ছাগল, মহিষ, অন্যান্য পশুপালন (শুকর), হাঁস, মুরগি, অন্যান্য পাখি পালন করে, তবে প্রাণিসম্পদ-3 নির্বাচন করতে হবে। যদি খানাটি আম বাগান, লিচু বাগান, কাঠাল বাগানসহ অন্যান্য বর্ষজীবী বাগান এবং বৃহৎ পরিসরে অন্যান্য বনজ বাগান (নারিকেল, সুপারি, রাবার, বাঁশ এবং বিভিন্ন মসলা, ঔষধি, কাঠ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে বনজ চাষাবাদ) চাষাবাদে নিয়োজিত থাকে, তবে বনজ- 4 নির্বাচন করতে হবে। কৃষি কাজের ধরন নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই খানায় যে কোনো একটি কাজ শস্য বা মৎস্য বা প্রাণি সম্পদ বা বনজ থাকতে পারে অথবা একই খানায় একাধিক কাজও থাকতে পারে, তাই এক্ষেত্রে একাধিক উত্তর হতে পারে।

[বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (দোকান/অফিস) ব্যবহার করে যে সকল কৃষি খামার গড়ে উঠেছে, যার পৃথক আয়-ব্যয়ের হিসাব বহি রয়েছে, তা এই প্রশ্নের আওতায় আসবে না। **উক্ত প্রতিষ্ঠানটির তথ্য পৃথকভাবে সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইহার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরন প্রশ্ন-৬ (ক) কৃষি -1 হবে।]**

৫ (গ) খানায় কৃষি বহির্ভূত কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আছে কি?

খানায় কৃষি বহির্ভূত অন্য কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আছে কিনা জেনে তালিকাকারী প্রযোজ্য কোড নির্বাচন করবে। খানায় যদি কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থাকে, তবে ‘হ্যাঁ-1’ এবং না থাকলে ‘না-2’ নির্বাচন করতে হবে। যদি ‘হ্যাঁ-1’ হয়, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন ৫ এর ‘ঘ’-তে যেতে হবে।

[চতুর্থ অধ্যায়ে অধ্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানার সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেয়া আছে, প্রশিক্ষণের সময় পুনরায় তা দেখে নিতে হবে]

বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝার জন্য নিম্নে কতিপয় উদাহরণ দেয়া হলো:

উদাহরণ-১: কোনো খানার সদস্য যদি রিক্সা, ভ্যান, মোটরযান অথবা অন্য যেকোনো যানবাহনে যাত্রী/মালামাল পরিবহন করে এবং উক্ত যানবাহনটির মালিকানা খানার কোনো সদস্যের হয় তবে এটি **খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হবে।** এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ‘হ্যাঁ-1’ হবে। কারণ যেহেতু রিক্সা/ভ্যান/গাড়ীর মালিক খানার সদস্য, তাই এটি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

উদাহরণ-২: খানার কোনো সদস্য অন্য মালিকের রিক্সা/ভ্যান/গাড়ী ভাড়া চালায় অথবা পরিবহন শ্রমিক। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ‘না-2’ হবে। কারণ যেহেতু রিক্সা/ভ্যান/গাড়ীর মালিক খানার সদস্য নন, তাই এটি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নয়।

উদাহরণ-৩: কোনো খানার সদস্য রাস্তার পাশে বা ভাসমান স্থানে হকার বা ফেরিওয়ালা বা ভ্রম্যমানভাবে কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে থাকে (যেমন- ভানে বা মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে বা হাটবাজারে খোলা স্থানে তরিতরকারি, মাছ, মুরগী, হাড়িপাতিল, কাপড়, চটপটি, ডিম সিদ্ধ ইত্যাদি)। উক্ত কাজটির মালিকানা খানার কোনো সদস্যের হয় তবে এটি **খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হবে।** এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ‘হ্যাঁ-1’ হবে। কারণ এ ব্যবসাটি খানার সদস্যের নিজের এবং এ কাজের লাভ/ক্ষতি খানার সদস্যকে নিতে হয়। যদি আমরা এ কাজটিকে খানায় না আনি তবে এ কাজটি কোনোভাবেই তালিকাভুক্ত হবে না। এ বিবেচনায়ও এটি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

উদাহরণ-৪: খানার কোনো সদস্য সরকারি বা বেসরকারি অফিস, স্কুল বা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ‘না-2’ হবে। কারণ উক্ত কাজটির মালিকানা খানার কোনো সদস্যের নয়।

উদাহরণ-৫: খানার কোনো সদস্য গার্মেন্টস বা কোনো কারখানায় কাজ করেন। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ‘না-২’ হবে। কারণ উক্ত কাজটির মালিকানা খানার কোনো সদস্যের নয়।

উদাহরণ-৬: খানার কোনো সদস্য জমিতে কৃষি কাজ করেন অথবা গরু, ছাগল বা হাস মুরগী লালন পালন করেন। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ‘না-২’ হবে। কারণ এ খানাটি কৃষিখানা যা অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত নয়।

উদাহরণ-৭: খানার কোনো সদস্যের হোটেল, কাপড়, খাবার বা অন্য যে কোনো ব্যবসা রয়েছে এবং সে ব্যবসাটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান/অফিস বা শোরুমে পরিচালিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ‘না-২’ হবে। কারণ যেহেতু ব্যবসাটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান/অফিস বা শোরুমে পরিচালিত হচ্ছে তাই এর তথ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আসবে। এটি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়।

উদাহরণ-৮: খানার কোনো সদস্য বাসায় থেকে ফ্রি ল্যান্সিং এ কাজ করে। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ‘হ্যাঁ-১’ হবে। কারণ এ কাজটি খানার এবং লাভ/ক্ষতি খানার সদস্যকে নিতে হয়। এ বিবেচনায় এটি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

উদাহরণ-৯: খানার কোনো সদস্য খানার অভ্যন্তরে কুটির শিল্পের কাজ করে। এই ক্ষেত্রে খানায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ‘হ্যাঁ-১’ হবে। কারণ এ কাজটি খানার এবং লাভ/ক্ষতি খানার সদস্যকে নিতে হয়। এ বিবেচনায় এটি খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

৫ (ঘ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটির মালিকানা খানার নিজস্ব কি?

খানার সদস্য বা সদস্যগণ কৃষি বহির্ভূত যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, ঐ কর্মকাণ্ডের মালিকানা খানার নিজস্ব কিনা তা জেনে এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচন করতে হবে। যদি মালিকানা খানার নিজস্ব হয়, তাহলে ‘হ্যাঁ-১’ এবং যদি মালিকানা খানার নিজস্ব না হয় হয়, তাহলে ‘না-২’ নির্বাচন করতে হবে।

৫ (ঙ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামোয় পরিচালিত হয় কি?

খানার সদস্য বা সদস্যগণ কর্তৃক পরিচালিত কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে নির্দিষ্ট স্থানে (যেমন- হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, মার্কেট, শপিং মল প্রভৃতি) স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামোর কোনো প্রতিষ্ঠানে (যেমন- দোকান, অফিস, কারখানা প্রভৃতি) পরিচালিত হয় তবে উত্তর ‘হ্যাঁ-১’ এবং অন্যথায় ‘না-২’ নির্বাচন করতে হবে।

৫ (চ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে ভ্রাম্যমান কি?

খানার সদস্য বা সদস্যগণ কর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে ভ্রাম্যমান/ভাসমান (যেমন- হকার বা ফেরিওয়ালা, নিজের রিকশা/ভ্যান/অটোরিকশা/ঠেলাগাড়ি/মটরবাইকে মানুষ বা মালামাল পরিবহন, ভ্রাম্যমান সবজি বিক্রি, হেঁটে হেঁটে জুতা পালিশের কাজ করা, ভ্যানের উপর সবজি বিক্রি করা, ফুটপাথে ভাসমান পান, চুন, সুপারি, জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি করা, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাদাম, ছোলাবুটসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি ইত্যাদি) কিনা তা উত্তরদাতার নিকট থেকে ভালোমতো জেনে উত্তর নির্বাচন করতে হবে। যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে ভ্রাম্যমান হয়, তাহলে ‘হ্যাঁ-১’ এবং যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি খানার বাহিরে ভ্রাম্যমান না হয় হয়, তাহলে ‘না-২’ নির্বাচন করতে হবে।

৫ (ছ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটির ধরন

খানার সদস্য বা সদস্যগণ কর্তৃক পরিচালিত কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি যদি শিল্প উৎপাদন সম্পর্কিত কোনো কাজ হয় (যেমন- গার্মেন্টস, বেকারী কারখানা, নির্মাণ শিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্প, জুতা তৈরি, নির্মাণ, কারখানা ইত্যাদি), তাহলে কর্মকাণ্ডটির ধরন শিল্প অর্থাৎ উত্তর ‘১’ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান (যেমন- সরকারি বা বেসরকারি অফিস, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল, সেলুন, মুদি দোকান ইত্যাদি) স্থানে সেবা সম্পর্কিত হয়, তাহলে কর্মকাণ্ডটির ধরন সেবা অর্থাৎ উত্তর ‘২’ নির্বাচন করতে হবে।

[প্রশিক্ষণের সময় শিল্প ও সেবা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে]

৫ (জ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি কি অনলাইন বা ইন্টারনেট ভিত্তিক?

খানায় পরিচালিত কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটি যদি অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সম্পাদন করা হয় তবে উত্তর '১' এবং যদি অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সম্পাদন না করা হয় তবে উত্তর '২' নির্বাচন করতে হবে।

৫ (ঝ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত মোট জনবল:

খানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত মোট জনবলের সংখ্যা উত্তরদাতার নিকট হতে জেনে লিখতে হবে। কর্মরত জনবল স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে।

৬.৬ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত প্রকার এবং মালিকানার ধরন:

প্রশ্ন-৬ এর 'ক' হতে 'গ' শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৬ (ক) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন:

যদি প্রতিষ্ঠানটি কৃষি হয় তবে ১, শিল্প হলে ২ এবং সেবা হলে ৩ নির্বাচন করতে হবে।

যে সকল কৃষি কর্মকাণ্ড বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে খানার বাইরে পৃথক প্রতিষ্ঠান/ফার্ম/খামার ভিত্তিক পরিচালিত হয়, তা কৃষি খামার হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থনৈতিক শুমারিতে কৃষি খামারকে প্রতিষ্ঠান (এস্টাবলিশমেন্ট) হিসেবে গণ্য করতে হবে। যেমন- গবাদিপশুর খামার, অন্যান্য পশুর খামার, হাস-মুরগির খামার, পাখির খামার, মৎস্য খামার, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন ফলের বাগান (যেমন- চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাগান), বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়ে উঠা নার্সারি (যেমন- পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়ে উঠা নার্সারি) প্রভৃতি। সাধারণত এ ধরনের কৃষি খামারের নিজস্ব অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক হিসাব বহি থাকতে হবে। এ ধরনের খামারের তথ্য সরাসরি অফিস/প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

কৃষি বলতে পোল্ট্রি খামার, গরুর খামার ইত্যাদি যা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তা বুঝাবে। এটি খানার বাহিরে অবস্থিত হবে এবং এর হিসাব নিকাশ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় খানার বাহিরে আলাদাভাবে পরিচালিত হবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে প্রতিষ্ঠানটি কোনো ধরনের উৎপাদন কাজে জড়িত হলে তা বুঝাবে। যেমন- গার্মেন্টস, বেকারী কারখানা, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি বুঝাবে।

সেবা বলতে প্রতিষ্ঠান সরকারি বা বেসরকারি অফিস, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল, সেলুন, মুদি দোকান ইত্যাদি বুঝাবে।

৬ (খ) প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত প্রকার:

তালিকাকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত প্রকার স্থায়ী হলে ১ এবং অস্থায়ী হলে ২ লিখতে হবে।

স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো স্থায়ী স্থাপনাসহ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত ও প্রধানত এক ধরনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে একের অধিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকলে অধিকতর আয়ের ভিত্তিতে প্রধান কর্মকাণ্ডটিকে বিবেচনা করতে হবে। অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী কাঠামো বা ঘর থাকে না। তবে অস্থায়ী ছাউনি কিংবা অস্থায়ী বেড়া/বেষ্টনী থাকতে পারে।

[সংজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়ে স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দেয়া আছে, তা পুনরায় দেখে নেয়া যেতে পারে।]

৬ (গ) প্রতিষ্ঠানের আইনগত মালিকানা:

যদি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা একক ব্যক্তি/পারিবারিক হলে ১, অংশীদারিত্ব হলে ২, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলে ৩, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে ৪, সরকারি হলে ৫, স্বায়ত্তশাসিত হলে ৬, বিদেশী মালিকানা হলে ৭, যৌথ মালিকানা (দেশী ও বিদেশী) হলে ৮, সমবায় হলে ৯, এনপিআই হলে ১০, অন্যান্য হলে ১১ নির্বাচন করতে হবে।

➤ একক ব্যক্তি/পারিবারিক মালিকানা: ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম কোন একক ব্যক্তি বা পরিবার দ্বারা পরিচালিত এবং এর লাভ ও ক্ষতি তার একক বা পরিবারের দায়িত্ব।

➤ অংশীদারিত্ব মালিকানা: অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান হলো লিখিত বা অলিখিত চুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন এবং কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত লাভ বা লোকসান তাদের মধ্যে বন্টন হবে।

- **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিঃ** যে সকল প্রতিষ্ঠানের দায় শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন আর সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার রাখেন না এবং শেয়ার ও ঋণপত্র জনসাধারণের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কোনো শেয়ারহোল্ডার শেয়ার বিক্রি করতে চাইলে তাকে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যেই তা বিক্রি করতে হয়। তবে তাদের সম্মতি সাপেক্ষে বাইরের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায়। কোম্পানি জনসাধারণের কাছে শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ও বন্ডসহ কোনো ধরনের ঋণপত্র বিক্রি করতে পারে না। যেমন- GDS Chemical Bangladesh (Pvt) Limited.
- **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিঃ** যে সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা স্মারকলিপিতে (Articles of Memorandum) নিবন্ধিত শেয়ারের পরিমান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তাকে বুঝায়। এসকল কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রির জন্য শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত হয়। এ সকল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির আওতাভুক্ত হতে পারে। যেমন: সোনালী ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
- **সরকারি মালিকানা:** সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অফিস আদালত ও যে সকল প্রতিষ্ঠানের একক মালিক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সেগুলোকে সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠান বলা হয়।
- **স্বায়ত্তশাসিত মালিকানা:** পাবলিক সেক্টরে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রধানত তাদের স্বা স্ব আইন ও বাজেট দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সেসব প্রতিষ্ঠানকে মূলত স্বায়ত্তশাসিত মালিকানা প্রতিষ্ঠান বুঝায়। যেমন: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ইত্যাদি। তাদের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উক্ত আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী প্রধানত সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।
- **বিদেশি মালিকানা:** মূলত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ মালিকানা বিদেশীদের এবং তারা সরকারের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে।
- **যৌথ মালিকানা (দেশি ও বিদেশি):** যেসব প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় সরকারের অনুমতি নিয়ে দেশী এবং বিদেশীদের মালিকানায় কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে এরূপ প্রতিষ্ঠান যৌথ মালিকানার আওতাভুক্ত হবে।
- **সমবায় মালিকানা:** সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং সদস্যগণের সেবা প্রদান। সমিতির পুঁজি, সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক দেয় অর্থ দ্বারা গঠিত এবং উহার লাভ পুঁজির অনুকূলে আনুপাতিক হারে সদস্যগণের মধ্যে বন্টন করা হয়। সমবায় সমিতি আইন দ্বারা পরিচালিত।
- **অলাভজনক প্রতিষ্ঠান- এনপিআই (Non Profit Institution):** সাধারণত আর্থিক মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানাদি; যেমন- অধিকাংশ এনজিও, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, মাজার, অবৈতনিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতি, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মচারী সমিতি, ক্লাব, এতিমখানা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্রীড়া/সাংস্কৃতিক/সামাজিক সংগঠন, সামাজিক/অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান/সংগঠনসমূহ ইত্যাদি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।
- **প্রবাসী বাংলাদেশী:** যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক মালিকানা বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্বারা গঠিত তাদেরকে বুঝাবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।
- **অন্যান্য মালিকানা:** উপরে উল্লিখিত মালিকানাসমূহ ব্যতীত যে কোনো প্রতিষ্ঠান।

৬ (ঘ) কর্মরত মোট জনবল:

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবল সংখ্যা আনতে হবে। কর্মরত জনবল স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ অর্থনৈতিক শুমারি সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম: অর্থনৈতিক শুমারি এর ১ম জোনাল অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম নিম্নরূপ

ফরম-১: ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড		মৌজার সংখ্যা	গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা	গণনা এলাকার সংখ্যা (জ.শু.)	তালিকাকারীর সংখ্যা	ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপের সংখ্যা	প্রভুত্বকৃত স্কেচ ম্যাপের সংখ্যা	মোট ম্যাপের সংখ্যা (৮+৯)	জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা	নদীগর্ভে বিলীন মৌজার সংখ্যা	আংশিক মৌজার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ট্যাবের সংখ্যা	মন্তব্য
	কোড	নাম												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৩	১৪
মোট														

বি: দ্র: ১। প্রতিটি ওয়ার্ড/ইউনিয়নের জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।
২। একজন তালিকাকারী একাধিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে কাজ করবেন না।

ফরম-২: ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	জোন নং	ইউনিয়নের সংখ্যা	ওয়ার্ডের সংখ্যা (পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য)	মৌজার সংখ্যা	গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা	গণনা এলাকার সংখ্যা (জ.শু.)	তালিকাকারীর সংখ্যা	ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপের সংখ্যা	প্রভুত্বকৃত স্কেচ ম্যাপের সংখ্যা	মোট ম্যাপের সংখ্যা (৯+১০)	জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা	নদীগর্ভে বিলীন মৌজার সংখ্যা	আংশিক মৌজার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ট্যাবের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
মোট															

বি: দ্র: ১। উপজেলা/থানার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জোনের জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।

ফরম-৩: ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	উপজেলা/থানা		জোন সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ওয়ার্ডের সংখ্যা (পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য)	মৌজার সংখ্যা	গ্রাম/ মহল্লার সংখ্যা	গণনা এলাকার সংখ্যা (জ.শু.)	তালিকাকারীর সংখ্যা	ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপের সংখ্যা	প্রভুত্বকৃত স্কেচ ম্যাপের সংখ্যা	মোট ম্যাপের সংখ্যা (১১+১২)	জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা	নদীগর্ভে বিলীন মৌজার সংখ্যা	আংশিক মৌজার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ট্যাবের সংখ্যা	মন্তব্য
	নাম	কোড															
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
মোট																	

বি: দ্র: ১। শুমারি জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি উপজেলা/থানার জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।

ফরম-৪: লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড		মোজার সংখ্যা	গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা	লিস্টিংকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন খানার সংখ্যা	লিস্টিংকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গণনা এলাকার সংখ্যা (অ.শু.)	গণনাকারীর সংখ্যা	গণনা এলাকার ম্যাপের সংখ্যা	সুপারভাইজার সংখ্যা	সুপারভাইজার ম্যাপের সংখ্যা	ডিজিটাল মোজা/মহল্লা ম্যাপের সংখ্যা	মার্জ মোজা/মহল্লার সংখ্যা	জনবসতিহীন মোজার সংখ্যা	নদীগর্ভে বিলীন মোজার সংখ্যা	আংশিক মোজার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ট্যাবের সংখ্যা	মন্তব্য
	কোড	নাম																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
মোট																		

বি: দ্র: ১। প্রতিটি ওয়ার্ড/ইউনিয়নের জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।

২। একজন তালিকাকারী একাধিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে কাজ করবেন না।

ফরম-৫: লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/খানার সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	জোন নং	ইউনিয়নের সংখ্যা	ওয়ার্ডের সংখ্যা (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য)	মোজার সংখ্যা	গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা	লিস্টিংকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন খানার সংখ্যা	লিস্টিংকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গণনা এলাকার সংখ্যা (অ.শু.)	গণনাকারীর সংখ্যা	গণনা এলাকার ম্যাপের সংখ্যা	সুপারভাইজার সংখ্যা	সুপারভাইজার ম্যাপের সংখ্যা	ডিজিটাল মোজা/মহল্লা ম্যাপের সংখ্যা	মার্জ মোজা/মহল্লার সংখ্যা	জনবসতিহীন মোজার সংখ্যা	নদীগর্ভে বিলীন মোজার সংখ্যা	আংশিক মোজার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ট্যাবের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
মোট																			

বি: দ্র: ১। উপজেলা/খানার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জোনের জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।

ফরম-৬: লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	উপজেলা/খানা		ওয়ার্ডের সংখ্যা (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য)	মোজার সংখ্যা	গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা	লিস্টিংকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন খানার সংখ্যা	লিস্টিংকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গণনা এলাকার সংখ্যা (অ.শু.)	গণনাকারীর সংখ্যা	গণনা এলাকার ম্যাপের সংখ্যা	সুপারভাইজার সংখ্যা	সুপারভাইজার ম্যাপের সংখ্যা	ডিজিটাল মোজা/মহল্লা ম্যাপের সংখ্যা	মার্জ মোজা/মহল্লার সংখ্যা	জনবসতিহীন মোজার সংখ্যা	নদীগর্ভে বিলীন মোজার সংখ্যা	আংশিক মোজার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ট্যাবের সংখ্যা	মন্তব্য
	নাম	কোড																	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
মোট																			

বি: দ্র: ১। শুমারি জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি উপজেলা/খানার জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।

ফরম- ৭: গ্রোথ সেন্টারের তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	গ্রোথ সেন্টারের নাম	মোজা/মহল্লা		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	
		জিও কোড	নাম	জিও কোড	নাম
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৮: সংরক্ষিত এলাকার তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	সংরক্ষিত এলাকার নাম	ঠিকানা	সংরক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, মোবাইল ও ইমেইল
১	২	৩	৪

ফরম-৯: জনবসতিহীন মোজার তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	জনবসতিহীন মোজা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
	নাম	কোড	নাম	কোড	
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-১০: নদীগর্ভে বিলীন মোজার তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	জনবসতিহীন মোজা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
	নাম	কোড	নাম	কোড	
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-১১: শুমারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	ঠিকানা	প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

ফরম-১২: নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১	২	৩	৫

ফরম-১৩: গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম	পদবি	ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল
১	২	৩	৪	৫

ফরম-১৪: স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা

শুমারি জেলার নাম: উপজেলার নাম: জোন নং:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল
১	২	৩	৫

ফরম-১৫: জোনাল অফিসার/ইউসিসি কাম জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা

শুমারি জেলা: প্রশিক্ষণের তারিখ:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	জোন নং	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-১৬: ইউসিসিগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা

শুমারি জেলা: প্রশিক্ষণের তারিখ:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	উপজেলা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম- ১৭: ডিসিসিগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা

প্রশিক্ষণের স্থান: বিবিএস অডিটোরিয়াম, পরিসংখ্যান ভবন, ঢাকা-১২০৭। প্রশিক্ষণের তারিখ:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	শুমারি জেলা	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-১৮: প্রকল্প দপ্তর থেকে ডিসিসিগণের নিকট ম্যাপিং কার্যক্রমের মালামাল বিতরণের বিবরণ

শুমারি জেলার নাম: জোন সংখ্যা:

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	জেলার জন্য মালামাল			মন্তব্য
		ডিসিসি	রিজার্ভ	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	১ম জোনাল অপারেশন নির্দেশিকা				
০২	CAPİ ম্যানুয়াল				
০৩	ICMS ম্যানুয়াল				
০৪	মৌজা/মহল্লার ম্যাপ				
০৫	খাম				
০৬	সাদা কাগজ (২৩" x ৩৬")				
০৭	সুপারভাইজার ম্যাপের কাগজ (১১"x ১৭")				
০৮	বস্তা/ব্যাগ (চটের/প্লাস্টিক)				
০৯	পেন্সিল				
১০	সার্পনার (কার্টার)				
১১	ইরেজার (রোবার)				
১২	মার্কার				
১৩	কিট ব্যাগ				
১৪	আইডি কার্ড, ফিতা ও রিবন				
১৫	ট্যাব				
১৬	ফরম-১ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)				
১৭	ফরম-২ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)				
১৮	ফরম-৩ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)				
১৯	ফরম-৪ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)				

২০	ফরম-৫ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)				
২১	ফরম-৬ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)				
২২	ফরম-৭ (গ্রোথ সেন্টারের তালিকা)				
২৩	ফরম-৮ (সংরক্ষিত এলাকার তালিকা)				
২৪	ফরম-৯ (জনবসতিহীন মৌজার তালিকা)				
২৫	ফরম-১০ (নদীগর্ভে বিলীন মৌজার তালিকা)				
২৬	ফরম-১১ (শুমারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা)				
২৭	ফরম-১২ (নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তালিকা)				
২৮	ফরম-১৩ (গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা)				
২৯	ফরম-১৪ (স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা)				
৩০	ফরম-১৫ (জোনাল অফিসার/ইউসিসি কাম জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা)				
৩১	ফরম-১৬ (ইউসিসিগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা)				
৩২	ফরম-১৮ (প্রকল্প দপ্তর থেকে ডিসিসিগণের নিকট ম্যাপিং কার্যক্রমের মালামাল বিতরণের বিবরণ)				
৩৩	ফরম-১৯ (ডিসিসিগণ থেকে জোনাল অফিসারগণের নিকট ম্যাপিং কার্যক্রমের মালামাল বিতরণের বিবরণ)				
৩৪	ফরম-২০ (ম্যাপিং কার্যক্রম শেষে জোনাল অফিসারগণের নিকট হতে ডিসিসি কর্তৃক মালামাল গ্রহণের বিবরণ)				
৩৫	ফরম-২১ (ম্যাপিং কার্যক্রম শেষে ডিসিসি কর্তৃক প্রকল্প দপ্তরে মালামাল গ্রহণের বিবরণ)				
৩৬	জোনাল অফিসারগণের তালিকা				

ফরম-১৯: ডিসিসিগণ থেকে জোনাল অফিসারগণের নিকট ম্যাপিং কার্যক্রমের মালামাল বিতরণের বিবরণ

শুমারি জেলার নাম:

জোন নং:.....

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	জোনের জন্য মালামাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪
০১	১ম জোনাল অপারেশন নির্দেশিকা		
০২	CAPİ ম্যানুয়াল		
০৩	ICMS ম্যানুয়াল		
০৪	মৌজা/মহল্লার ম্যাপ		
০৫	খাম		
০৬	সাদা কাগজ (২৩" x ৩৬")		
০৭	সুপারভাইজার ম্যাপের কাগজ (১১"x ১৭")		
০৮	বস্তা/ব্যাগ (চটের/প্লাস্টিক)		
০৯	পেন্সিল		
১০	সার্পনার (কার্টার)		
১১	ইরেজার (রাবার)		
১২	মার্কার		
১৩	কিট ব্যাগ		
১৪	আইডি কার্ড, ফিতা ও রিবন		
১৫	ট্যাব		
১৬	ফরম-১ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)		
১৭	ফরম-২ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)		
১৮	ফরম-৩ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)		
১৯	ফরম-৪ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)		
২০	ফরম-৫ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)		
২১	ফরম-৬ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)		
২২	ফরম-৭ (গ্রোথ সেন্টারের তালিকা)		
২৩	ফরম-৮ (সংরক্ষিত এলাকার তালিকা)		
২৪	ফরম-৯ (জনবসতিহীন মৌজার তালিকা)		
২৫	ফরম-১০ (নদীগর্ভে বিলীন মৌজার তালিকা)		
২৬	ফরম-১১ (শুমারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা)		
২৭	ফরম-১২ (নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তালিকা)		
২৮	ফরম-১৩ (গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা)		
২৯	ফরম-১৪ (স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা)		

ফরম-২০: ম্যাপিং কার্যক্রম শেষে জোনাল অফিসারগণের নিকট হতে ডিসিসি কর্তৃক মালামাল গ্রহণের বিবরণ

শুমারি জেলার নাম:

জোন নং:.....

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	মালামালের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
০১	মৌজা/মহল্লার বেইজ ম্যাপ		
০২	গণনাকারী স্কেচ ম্যাপ		
০৩	সুপারভাইজার স্কেচ ম্যাপ		
০৪	ট্যাব		
০৫	ফরম-১ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)		
০৬	ফরম-২ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)		
০৭	ফরম-৩ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)		
০৮	ফরম-৪ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)		
০৯	ফরম-৫ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)		
১০	ফরম-৬ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)		
১১	ফরম-৭ (গ্রোথ সেন্টারের তালিকা)		
১২	ফরম-৮ (সংরক্ষিত এলাকার তালিকা)		
১৩	ফরম-৯ (জনবসতিহীন মৌজার তালিকা)		
১৪	ফরম-১০ (নদীগর্ভে বিলীন মৌজার তালিকা)		
১৫	ফরম-১১ (শুমারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা)		
১৬	ফরম-১২ (নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তালিকা)		
১৭	ফরম-১৩ (গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা)		
১৮	ফরম-১৪ (স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা)		

ফরম-২১: ম্যাপিং কার্যক্রম শেষে ডিসিসি কর্তৃক প্রকল্প দপ্তরে মালামাল জমাদানের বিবরণ

শুমারি জেলার নাম:

জোন সংখ্যা:.....

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	মালামালের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
০১	মৌজা/মহল্লার বেইজ ম্যাপ		
০২	গণনাকারী স্কেচ ম্যাপ		
০৩	সুপারভাইজার স্কেচ ম্যাপ		
০৪	ট্যাব		
০৫	ফরম-১ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)		
০৬	ফরম-২ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)		
০৭	ফরম-৩ (ম্যাপিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)		
০৮	ফরম-৪ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী জোনের সারসংক্ষেপ)		
০৯	ফরম-৫ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী উপজেলা/থানার সারসংক্ষেপ)		
১০	ফরম-৬ (লিস্টিং কার্যক্রম পরবর্তী শুমারি জেলার সারসংক্ষেপ)		
১১	ফরম-৭ (গ্রোথ সেন্টারের তালিকা)		
১২	ফরম-৮ (সংরক্ষিত এলাকার তালিকা)		
১৩	ফরম-৯ (জনবসতিহীন মৌজার তালিকা)		
১৪	ফরম-১০ (নদীগর্ভে বিলীন মৌজার তালিকা)		
১৫	ফরম-১১ (শুমারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা)		
১৬	ফরম-১২ (নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তালিকা)		
১৭	ফরম-১৩ (গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা)		
১৮	ফরম-১৪ (স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা)		
১৯	ফরম-১৫ (জোনাল অফিসার/ইউসিসি কাম জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা)		
২০	ফরম-১৬ (ইউসিসিগণের প্রশিক্ষণের হাজিরা)		
২১	ফরম-১৮ (প্রকল্প দপ্তর থেকে ডিসিসিগণের নিকট ম্যাপিং কার্যক্রমের মালামাল বিতরণের বিবরণ)		
২২	ফরম-১৯ (ডিসিসিগণ থেকে জোনাল অফিসারগণের নিকট ম্যাপিং কার্যক্রমের মালামাল বিতরণের বিবরণ)		
২৩	ফরম-২০ (ম্যাপিং কার্যক্রম শেষে জোনাল অফিসারগণের নিকট হতে ডিসিসি কর্তৃক মালামাল গ্রহণের বিবরণ)		
২৪	ফরম-২১ (ম্যাপিং কার্যক্রম শেষে ডিসিসি কর্তৃক প্রকল্প দপ্তরে মালামাল গ্রহণের বিবরণ)		
২৫	জোনাল অফিসারগণের তালিকা		

জরুরী প্রয়োজনে প্রকল্প দপ্তরে যোগাযোগ

ক	০১৮৪৭৭৬৯৭৪৮
খ	০১৮৪৭৭৬৯৭৪৭
গ	০১৮৪৭৭৬৯৭৪৬